করিতে বলিলেন, এমনকি এত বিলম্ব করিলেন যে, টিলাসমূহের ছায়া দেখা যাইতে লাগিলে। হযরত (দঃ) বলিলেন—অধিক তাপমাত্রা জাহান্নামের অগ্নিশিখার উত্তাপ, ঐ সময় নামায না পড়িয়া বিলম্ব করা চাই।

ব্যাখ্যা ঃ—অপ্রশস্ত দাঁড়ান বস্তু, যেমন—লাঠি, কঞ্চি, বাঁশ, থাম ইত্যাদির ছায়া সূর্য্য আকাশের মধ্যস্থল অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যাইতে থাকে, কিন্তু ঐরূপ উঁচু বস্তু যাহার গোড়া তথা নীচের অংশ সুপ্রশস্ত, যেমন—টিলা ইত্যাদি, উহার ছায়া সূর্য্য অধিক পরিমাণ নীচে না আসা পর্য্যন্ত দেখা যায় না; উহার উপরি ভাগের ছায়া নিজের প্রশস্ত গোড়া ছাড়াইয়া যাইতে যথেষ্ট সময় লাগে। এবং গোড়া অতিক্রমের পূর্বে ছায়া দেখা যাইবে না। তাই এখানে উদ্দেশ্য এই যে, জোহরের নামায অপেক্ষা করিতে করিতে বিলম্বে পড়িলেন।

৩২৯। হাদীছ ঃ—আবু বর্যা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরজ নামাযসমূহ কোন্ কোন্ সময়ে আদায় করিতেন? তিনি বলিলেন, জোহরের নামায পড়িতেন সূর্য্য আকাশের মধ্যস্থল অতিক্রম করিয়া যাওয়ার পর। আছরের নামায পড়িতেন এমন সময় যে, মদীনার শেষ প্রান্তের অধিবাসীগণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাথে আছরের নামায পড়িয়া সূর্য্য সতেজ থাকিতে বাড়ী ফিরিত। এশার নামায রাত্রের এক তৃতীয়াংশের পর পড়িতে ভালবাসিতেন এবং তিনি এশার নামাযের পূর্বে নিদ্রা যাওয়া বা এশার নামাযান্তে কথাবার্তায় লিপ্ত হইয়া ঘুম নষ্ট করা খুবই নাপছন্দ করিতেন। (কারণ, প্রথম অবস্থায় এশার নামায ও দ্বিতীয় অবস্থায় ফজরের নামায কাজা হওয়ার আশঙ্কা থাকে।) ফজরের নামায এতটুকু আলো হওয়া অবস্থায় শেষ করিতেন যখন নিকটস্থ লোক চিনিতে পারা যাইত। হযরত (দঃ) এই নামাযে ষাট হইতে একশত পর্য্যন্ত কোরআনের আয়াত পাঠ করিতেন। (৭৮ পৃঃ)

৩৩০। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে জোহরের নামায এতটুকু উত্তাপ বাকী থাকিতে পড়িতাম যে, মাটির উপর কাপড় রাখিয়া সেজদা করিতে হইত।

ওজর বশতঃ জোহরের নামায বিলম্বে পড়া

৩৩১। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা মদীনায় থাকা অবস্থায়ই জোহর ও আছর এবং মাগরেব ও এশার নামায এক সাথে পড়িয়াছেন। সম্ভবতঃ সেদিন শহরে অত্যধিক বৃষ্টিপাত হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—অত্যধিক বৃষ্টিপাতের সময় বার বার মসজিদে উপস্থিত হওয়া সকলের জন্য খুবই অসুবিধাজনক হইবে সন্দেহ নাই। আবার মসজিদের জমাত ছাড়িয়া দেওয়াও ভাল নয়, তাই বোধ হয় হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এই ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, জোহরের শেষ সময়

মসজিদে উপস্থিত হইয়াছিলেন—যেমন জোহরের নামায আদায় করিলে পর সঙ্গে সঙ্গেই আছরের ওয়াক্ত আসিয়া যায় এবং ঐ সময় আছরের নামায পড়িলে প্রত্যেক নামাযই উহার নির্দ্ধারিত সময়ের ভিতরেই আদায় হইল। জোহরের নামায উহার শেষ ওয়াক্তে এবং আছরের নামায উহার আউয়াল ওয়াক্তে, অথচ দুই নামায একত্রে হইয়া গেল, বার বার মসজিদে আসিতে হইল না। মাগরেব ও এশার নামাযের ব্যবস্থাও তদ্রূপই করিলেন। এই নামাযসমূহের উভয়ের নির্দ্ধারিত ওয়াক্ত যেহেতু পরস্পর সংলগ্ন তাই এরূপ করিতে কোন বাধা নাই। সফরের সময়ও বার বার ভ্রমণ স্থগিত করায় অসুবিধা হইলে বা অন্য কোন সাময়িক ওজর বশতঃ ঐরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা বিধেয়।

আছরের নামায পড়ার সময়

৩৩২। **হাদীছ ঃ**—ওর্‌ওয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যে সময়ে আছর নামায পড়িয়া থাকিতেন তখন আমার ঘরের মেঝে রৌদ্র বিদ্যমান থাকিত অর্থাৎ রৌদ্র তথা হইতে উঠিয়া যাওয়ার পূর্বে—তখন তথায় ছায়া আসে নাই।*

ব্যাখ্যা ঃ—মদীনা শরীফে কেবলা দক্ষিণ দিকে। আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ঘর মসজিদের পূর্ব পার্শ্বে ছিল; ঘর মসজিদের সহিত সংযুক্ত ছিল না, অবশ্য সন্নিকটেই ছিল। ঘরটি পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ছিল এবং ঘরের দরওয়াজা ঘরের পশ্চিম পার্শ্বে ছিল। সূর্য্য পশ্চিম দিকে ঢলিয়া গেলে ঘর ও মসজিদের মধ্যস্থ উন্মুক্ত জায়গা-পথে ঘরের দরওয়াজা দিয়া ঘরে রৌদ্র প্রবেশ করিত এবং সেই রৌদ্র ঘরের মেঝে পতিত হইত। সূর্য্য অধিক নীচে নামিয়া গেলে রৌদ্র মেঝ হইতে উপরে উঠিয়া যাইত এবং মেঝে ঘরের দরওয়াজার সম্মুখস্থ আঙ্গিনায় কোন প্রকার বেষ্টনী থাকিয়া থাকিলে উহার কিম্বা সম্মুখস্থ মসজিদের ছায়া আসিয়া যাইত। আয়েশা (রাঃ) এখানে বুঝাইতে চাহেন যে, আমার ঘরের মেঝ হইতে রৌদ্র চলিয়া গিয়া তথায় ছায়া আসিয়া যায়—সূর্য্য এতদূর নীচে যাওয়ার পূর্বেই হযরত (দঃ) আছরের নামায পড়িয়া থাকিতেন।

এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে—বয়োঃপ্রাপ্তির কাছাকাছি বয়সের বালকের হাত ছাদ পর্য্যন্ত পৌঁছে—আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহ শুধু এতটুকুই উঁচু ছিল বলিয়া প্রমাণিত। আর হযরতের মসজিদের ছাদ খেজুর পাতা বিছানো ছিল—উহাও বেশী উঁচু ছিল না, সুতরাং উক্ত ঘরের মেঝে রৌদ্র থাকার জন্য সূর্য্য অধিক উপরে হওয়ার প্রয়োজন হইত না।

৩৩৩। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) আছরের নামায এমন সময় পড়িতেন যখন সূর্য্যের কিরণ ও উহার তীক্ষ্ণতা পুরাপুরিই বজায় থাকিত এবং

* হাদীছের তরজমা ফতহুল-বারী ২—৩০ কেতাবের ব্যাখ্যা অনুপাতে করা হইল।

সূর্য্য এতটুকু উপরে থাকিত যে, মদীনার উর্দ্ধপ্রান্তবাসীগণ হযরতের সহিত আছরের নামায পড়িয়া সূর্য্য আকাশের নিম্নস্তরে আসিবার পূর্বেই বাড়ী ফিরিতে পারিত। আনাছ (রাঃ) বলেন, উর্দ্ধপ্রান্তের কোন কোন বস্তী খাস মদীনা হইতে চার মাইল ব্যবধানে অবস্থিত।

৩৩৪। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা (রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে) আছরের নামায পড়িয়া আমাদের কেহ কেহ সূর্য্য নিম্নস্তরে আসার পূর্বেই কোবা পৌঁছিতে পারিত। (কোবা নগরীর ব্যবধান মদীনা হইতে প্রায় তিন মাইল)।

৩৩৫। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা (নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে তাঁহার মসজিদে) আছরের নামায পড়ার পর কোন কোন ব্যক্তি আম্‌র-বিন-আউফের বস্তীতে পৌঁছিয়া দেখিত তাঁহারা আছরের নামায পড়িতেছেন। (ঐ বস্তীই কোবা নগরী।)

ব্যাখ্যা ঃ—উক্ত তিনটি হাদীছ দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সাধারণতঃ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে আছরের নামায সকাল সকাল—প্রথম ওয়াক্তেই পড়া হইত; কিন্তু হযরতের সময়ই মদীনার অন্যান্য মসজিদে, যেমন—মসজিদে বনী-হারেছা, মসজিদে বনী-আম্‌র ইত্যাদিতে একটু বিলম্বে—মধ্য ওয়াক্তে পড়া হইত। ইহার কারণ এরূপ উল্লেখ করা হয় যে, হযরতের সঙ্গে দূর প্রান্তের বস্তীসমূহের লোক জন নামায পড়িত এবং সূর্য্যাস্তের পূর্বে তাহাদের বাড়ী ফিরার আবশ্যক হইত। তাছাড়া মহল্লা ও বস্তীসমূহের লোকগণ কাজ কর্মে ব্যস্ত থাকিত তাই তাহারা নিজ নিজ বস্তীর মসজিদে আছরের নামায একটু দেরীতে পড়িত। যেহেতু ইহার প্রতিও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পূর্ণ সমর্থনই ছিল, তাই সাধারণ লোকদের অবস্থানুপাতে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ইহাই অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু আছর নামায এরূপ বিলম্ব কিছুতেই করিবে না যে, সূর্য্য এতটুকু নিস্তেজ হইয়া আসে যে, উহার উপর দৃষ্টি স্থাপন করা সহজ হয়।

৩৩৬। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় উম্মতকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, তোমাদের জিন্দেগী ও বয়স পূর্ববর্তী উম্মত ইহুদ ও নাছারাদের বয়সের তুলনায়—যেমন আছরের ওয়াক্ত হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত। (কিন্তু পরকালে তোমরা তাহাদের অপেক্ষা অধিক মর্তবা লাভ করিবে।) রসুলুল্লাহ (দঃ) উক্ত দৃষ্টান্তটির ব্যাখ্যা দানপূর্বক বলেন—তোমাদের এবং ইহুদী নাছারাদের তুলনামূলক অবস্থা এমন, যেমন কোন ব্যক্তি একদল মজুরকে নির্দিষ্ট মজুরী "এক কীরাত" (যেমন—এক টাকা) ধার্য্য করিল; তাহারা ভোর হইতে দুপুর পর্য্যন্ত কাজ করিল। তারপর অন্য আর একদল মজুর ডাকিল, তাহাদের জন্যও ঐ পরিমাণ মজুরী ধার্য্য করিল, তাহারা দুপুর হইতে আছরের ওয়াক্ত পর্য্যন্ত কাজ করিল। তারপর তৃতীয় আর একদল মজুর ডাকিয়া তাহাদের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় দলের দ্বিগুণ মজুরী ধার্য্য করিয়া বলিল,

তোমরা আছরের সময় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কাজ করিবে। প্রথম দল ইহুদীদের দৃষ্টান্ত, যাহাদিগকে তৌরাত কেতাব দান করতঃ উহার আমল করিয়া যাইতে বলা হইয়াছিল। (ইহুদীগণ তাহাদের পরবর্তী সকলের চেয়ে বয়স বেশী পাইয়াছিল, কিন্তু কেয়ামতের দিন অন্যের তুলনায় তাহারা কোন প্রকার অগ্রগামী হইবে না)। দ্বিতীয় দল নাছারাদের দৃষ্টান্ত; যাহাদিগকে ইঞ্জিল কেতাব দিয়া সেই অনুযায়ী আমল করিতে বলা হইয়াছিল, কিন্তু কেয়ামতের দিন অগ্রগামী হইতে পারিবে না)। তৃতীয় দল তোমাদের (তথা হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উম্মতের) দৃষ্টান্ত; তাহাদিগকে কোরআন দেওয়া হইয়াছে এবং সে অনুযায়ী কাজ করিতে বলা হইয়াছে। (পূর্ববর্তী সকল উম্মতের চেয়ে এই উম্মতের বয়স কম, কিন্তু) কেয়ামতের দিন এই উম্মতগণ অন্য সকল উম্মত হইতে অগ্রগামী হইবে। অন্যান্য উম্মত হইতে আমল করার সময় কম পাইয়াও অধিক ছওয়াব ও বড় বড় মর্তবার অধিকারী হইবে। তখন ইহুদ ও নাছারগণ আল্লার দরবারে অভিযোগ করিবে, হে প্রভু! আমরা (অধিক বয়স পাওয়ায়) কাজ বেশী করিয়াছি, মজুরী কম পাইয়াছি, ইহারা কাজ কম করিয়াছে, মজুরী বেশী পাইয়াছে—আমাদের দ্বিগুণ, ইহার কারণ কি? আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তোমাদের নির্দ্ধারিত মজুরী হইতে কি তোমাদিগকে এক-টুকও কম দিয়াছি? তাহারা উত্তর করিবে—না। তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, এই তৃতীয় দলকে বেশী দেওয়া, আমার মেহেরবানী—অতিরিক্ত দান; যাহাকে আমার ইচ্ছা হয় দিয়া থাকি। (ইহাতে অভিযোগের অধিকার নাই)।

ব্যাখ্যা:— এই হাদীছের উদ্দেশ্য হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উম্মতের ফজিলত বর্ণনা করা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এখানে একটি অন্য বিষয়েরও মীমাংসা হয়। সেই হিসাবেই এই হাদীছটি এখানে নামাযের সময় নির্দ্ধারণ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইহুদীগণ যাহারা ভোর হইতে দুপুর পর্য্যন্ত কাজ করিয়াছে. তাহাদের কার্য্য সময় তৃতীয় দলকে দেওয়া কার্য্য-সময় (আছর হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত) হইতে স্পষ্টতঃই বেশী, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু দ্বিতীয় দল নাছারা, তাহাদের কার্য্য-সময় (জোহর হইত আছর পর্য্যন্ত) তৃতীয় দলের কার্য্য সময় হইতে বেশী. এই অভিযোগ সত্য ও সঠিক হওয়া নির্ভর করে জোহরের ওয়াক্ত আছরের ওয়াক্ত অপেক্ষা স্পষ্টরূপে বড় হওয়ার উপর—এমন বড় যাহা সাধারণের চোখে ধরা পড়ে এবং একেবারে নগণ্য না হয়, নতুবা একটা অভিযোগ খাড়া করা যাইতে পারে না। তাই এই হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে জোহরের ওয়াক্ত আছরের ওয়াক্ত হইতে বড়, আছরের ওয়াক্ত জোহরের ওয়াক্ত হইতে ছোট। এতদৃষ্টে আবু হানিফা (রঃ) ওয়াক্তদ্বয়ের সীমা এরূপ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, যাহাতে আছরের ওয়াক্ত সর্বদা ছোট বলিয়াই স্পষ্টরূপে বোধগম্য হয়।

৩৩৭। **হাদীছ:**—আবু উমামাহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা মদীনার গভর্ণর ওমর ইবনে আবদুল আজিজের সহিত জোহরের নামায পড়িলাম। তারপর আমরা ছাহাবী

আনাছ রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর সাক্ষাতে পৌঁছিলাম। আমরা তাঁহাকে আছর নামায পড়িতে পাইলাম; আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, চাচা মিঞা! আপনি এইটা কোন নামায পড়িলেন? তিনি বলিলেন, আছর নামায; রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সহিত যে আমরা আছরের নামায পড়িতাম তাহা এইরূপ সময়েই ছিল।

ব্যাখ্যা:— ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) তখন খলীফা হন নাই, বরং তিনি উমাইয়া গোত্রীয় শাসকের গভর্ণর ছিলেন এবং সময় সময় নামাযের জমাত পড়াইতে বিলম্ব করিতেন। যেমন, ৩২০নং হাদীছের ঘটনায় তিনি একদিন আছরের নামায বিলম্ব পড়ায় অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। আলোচ্য হাদীছের ঘটনায় তিনি জোহরের নামায তদ্রূপ বিলম্বে পড়িয়াছিলেন, ফলে আছর নামাযের ওয়াক্তের ব্যবধান খুব কমই ছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই আছর নামাযের উত্তম সময় উপস্থিত হইয়া গেল, তাই আনাছ (রাঃ) নিজ গৃহে আছর নামায পড়িয়া নিলেন। কারণ, মসজিদের ইমাম শাসনকর্তা জমাত পড়াইতে বিলম্ব করিতেন।

আছরের নামায ছুটিয়া যাওয়ার ক্ষতি কত বড়!

৩৩৮। **হাদীছ:**— عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

اَلَّذِىْ تَفُوْتُهٗ صَلٰوةُ الْعَصْرِ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلَهٗ وَمَالَهٗ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তির আছরের নামায (কোন কারণ বশতঃ) কাজা হইয়া গিয়াছে তাহার এত বড় ক্ষতি হইয়াছে যেন তাহার পরিবারবর্গ ও ধন-সম্পত্তি সব ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

আছরের নামায ছাড়িয়া দেওয়ার গোনাহ কত বড়।

৩৩৯। **হাদীছ:**— عن بريدة عن النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلٰوةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ـ.....

অর্থ—আবুল মলীহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছে, আমরা বোরায়দা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে এক জোহাদে ছিলাম। মেঘাচ্ছন্ন দিন ছিল; তিনি বলিলেন, সতর্কতামূলকভাবে আছরের নামায শীঘ্র পড়িয়া নেও। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যে ব্যক্তি আছরের নামায ছাড়িয়া দিয়াছে তাহার সমস্ত নেক আমল বরবাদ হইয়া গিয়াছে।

আছরের নামাযের ফজিলত

৩৪০। **হাদীছ:**—জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ছিলাম। একদা পূর্ণিমার রাত্রের চাঁদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া হযরত (দঃ) উপস্থিত ছাহাবীগণকে বলিলেন, তোমরা (বেহেশতে যাইয়া) আল্লাহ

তায়ালাকে এইরূপে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইবে যেমন এই পূর্ণিমার চাঁদকে দেখিতেছ—কোন প্রকার ভীড় ও কোলাহল ছাড়াই দেখিতে পাইবে। কিন্তু এই নেয়ামত হাসিলের জন্য সূর্য্য উদয়ের ও অস্তের পূর্ববর্তী (ফজর ও আছর) নামাযদ্বয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৩৪১। **হাদীছ ঃ**— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—দুনিয়ার কার্য্য পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের দুইটি দল—রাত্রিকালের জন্য ও দিনের জন্য একের পর এক আসিয়া থাকেন। উভয় দলই ফজর ও আছরের সময় দুনিয়ার বুকে একত্রিত হন। নূতন দল দুনিয়ার উপর থাকেন, পুরাতন দল আল্লাহ তায়ালার নিকট চলিয়া যান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ তাহা সত্ত্বেও তিনি ঐ ফেরেশতা দলকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার বন্দাদিগকে কি অবস্থায় ছাড়িয়া আসিয়াছ? তাঁহারা উত্তর করিয়া থাকেন—আমরা যাইয়া তাহাদিগকে নামাযরত পাইয়াছিলাম, ফিরিয়া আসার সময় নামাযরতই দেখিয়া আসিয়াছি। (কারণ একদল ফজরের সময় আসিয়াছেন এবং আছরের সময় ফিরিয়াছেন। দ্বিতীয় দল আছরের সময় আসিয়াছেন, ফজরের সময় ফিরিয়াছেন।)

সূর্য্যাস্তের পূর্বে আছর নামাযের ওয়াক্ত অল্প পাইলে ?

৩৪২। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সূর্য্যাস্তের পূর্বে আছরের নামাযের এক রাকাতের সময় পায়, সে পূর্ণ নামায পড়িবে এবং যে ব্যক্তি সূর্য্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামাযের এক রাকাতের সময় পায়, সে পূর্ণ ফজরের নামায আদায় করিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছটি দ্বারা দুইটি মছআলাহ প্রতীয়মান হয়। প্রথম মছআলাহ—যে ব্যক্তির উপর নামায ফরজ ছিল না; সে নামায ফরজ হওয়ার উপযোগী এমন সময় হইয়াছে যখন বালেগ হইয়াছে বা ঋতুবর্তী এমন সময় পবিত্র হইয়াছে, পাগল এমন সময় ভাল হইয়াছে, কাফের এই সময় মোসলমান হইয়াছে এমতাবস্থায় তাহার উপর ঐ ওয়াক্তের নামায ফরজ হইবে কি না? এই হাদীছে প্রমাণ হইল যে ফরজ হইবে। দ্বিতীয় মছআলাহ—যে ব্যক্তির আছর ও ফজর নামায কোন কারণে এত বিলম্ব হইয়া গিয়াছে যে, এখন সূর্যাস্ত বা উদয়ের মাত্র সামান্য সময় বাকি আছে, যেমন—কাহারও এই সময় নিদ্রা ভঙ্গ হইল বা নামাযের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল, সে নামায আরম্ভ করিয়া দিবে, না সূর্য্যাস্ত বা উদয়ের পরে কাজা পড়িবে? এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তখনই নামায আরম্ভ করিয়া পূর্ণ নামায আদায় করিবে। অবশ্য যেহেতু মশহুর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়ের সময় নামায ছহীহ হয় না সে জন্য সতর্কতামূলকরূপে সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যাদয়ের পর ঐ নামায পুনরায় কাযাও পড়িয়া লইবে। (এ'লাউছ ছুনান)

মাগরেবের নামাযের ওয়াক্ত

আ'তা (রাঃ) বলিয়াছেন, রুগ্ন ব্যক্তি মাগরের এবং এশার নামায একত্রে পড়িতে পারে।

ব্যাখ্যা ঃ—জোহর ও আছর এবং মাগরেব ও এশা এই দুই জোড়া নামাযের ওয়াক্ত পরস্পর লাগালাগি; কোন কোন ইমামের মতে ছফর, রোগ ইত্যাক্তি বিভিন্ন কারণে উক্ত চার ওয়াক্তের প্রতি দুই ওয়াক্ত নামায এক ওয়াক্তে একত্রে পড়িয়া নেওয়া জায়েয। আ'তা রহমতুল্লাহে আলাইহের মজহাব সেইরূপ। হানফী মজহাব মতে উভয় নামাযকে একত্রিত করিবে, কিন্তু এক ওয়াক্তে নয়, প্রত্যেক নামাযকে বস্তুতঃ উহার ওয়াক্তের গণ্ডির ভিতরই পড়িবে—এক নামায উহার ওয়াক্তের সর্বশেষ অংশে এবং দ্বিতীয় নামায উহার ওয়াক্তের সর্ব প্রথম অংশে। যেমন কোন রুগ্ন ব্যক্তি নামাযের প্রস্তুতি নিতে তাহার অত্যন্ত কষ্ট হয়; এমতাবস্থায় দুই দুই বার যাতনা ভোগ না করিয়া সে এরূপ করিতে পারে যে, জোহর বা মাগরেব উহার সর্বশেষ ওয়াক্তে পড়িবে যেন নামায শেষ করিলে অনতিবিলম্বেই আছর বা এশার ওয়াক্ত হয় এবং উহা পড়িয়া নেয়। এইভাবে এক প্রস্তুতিতেই দুই নামায একত্রে পড়িবে, কিন্তু প্রত্যেক নামায উহার ওয়াক্তে; যদিও সাধারণ অবস্থায় উহা উত্তম ওয়াক্ত নহে।

৩৪৩। হাদীছ ঃ—রাফে ইবনে খাদিজ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে মাগরেবের নামায পড়িয়া ফিরিবার সময়ও চতুর্দিক এতটুকু আলোকিত থাকিত যে, কেহ তীর নিক্ষেপ করিলে লক্ষ্যস্থল স্পষ্টই দেখা যাইত।

৩৪৪। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জোহরের নামায দুপুরের সময় পড়িতেন, আছরের নামায সূর্য্য নিস্তেজ হইবার পূর্বে পড়িতেন, মাগরেবের নামায সূর্য্য অস্ত যাইবার সঙ্গে সঙ্গে পড়িতেন, এশার নামায কখনও একটু বিলম্বে পড়িতেন, কখনও সত্বরই পড়িয়া লইতেন; যখন দেখিতেন, মুছল্লিগণ সকলেই একত্রিত হইয়াছে তখন বিলম্ব না করিয়া এশার নামায পড়িয়া লইতেন; যখন তাহারা বিলম্বে আসিত তখন দেরীতেই পড়িতেন। ফজরের নামায একটু অন্ধকার থাকিতেই পড়িতেন।

৩৪৫। হাদীছ ঃ—ছালামাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সহিত মাগরেবের নামায আরম্ভ করিতাম সূর্য্যাস্তের সঙ্গেই।

মাগরেবের নামাযকে এশার নামায বলিবে না

৩৪৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ মুযানী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সতর্ক করিয়াছেন, মাগরেবের নামাযের নামে গ্রাম্য কাফেরদের ভাষা যেন তোমাদের উপর প্রবল না হইতে পারে, তাহারা মাগরেবকে এশা বলে।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছে বর্ণিত বিষয়টি স্থূল দৃষ্টিতে সাধারণ মনে হইতে পারে, কিন্তু পক্ষান্তরে এখানে একটি ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। মোসলমান জাতি একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ জাতি হিসাবে তাহাদের নিজস্ব তামাদ্দুন, তাহজীব বৈশিষ্ট্য সব কিছু আছে। তাহাদের চলাফেরা, খাওয়া দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি ব্যক্তিগত ও সমাজগত সব বিষয়সমূহই স্বতন্ত্র, এমনকি কথাবার্তার ভাষা পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র। মোসলমানদের নামসমূহ অন্য জাতি হইতে ভিন্ন, এমনকি শুধু মানুষের নামই নয়, বস্তুসমূহের নামেও ঐ স্বাতন্ত্র্য অতি স্পষ্ট ও ব্যাপক। প্রত্যেকটি মোসলমানের পক্ষে জাতিত্ববোধ অপরিহার্য্য এবং এই জাতিত্ববোধের প্রথম সিঁড়ি হইল এই যে, মোসলমানদের মধ্যে (বিশেষতঃ কোরআন হাদীছের ইঙ্গিত) যে নাম, শব্দ বা প্রথা প্রচলিত আছে উহা যত সাধারণই মনে হউক না কেন, কখনও উহা পরিত্যাগ করিয়া বিজাতীয় বস্তু অবলম্বন করিবে না। যেমন, এই হাদীছে এবং মোস্‌লেম শরীফে উল্লিখিত এই হাদীছেরই দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করুন—মোসলমানগণ সূর্য্যাস্তের পরের নামাযকে মাগরেব ও তার পরের নামাযকে এশা বলিয়া থাকে। কোরআন শরীফেও এই দ্বিতীয় নামাযটি "এশা" নামেই উল্লেখ আছে, কিন্তু আরবের গ্রাম্য কাফেরদের ভাষায় মাগরেবকে এশা এবং এশাকে "আতামাহ" বলা হইত (মোসলেম শরীফ)। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মোসলমানদিগকে সতর্ক করিয়াছেন—খবরদার! বিজাতীয়দের ঐ নাম যেন তোমাদের মধ্যে প্রচলিত না হইতে পারে।*

শরীয়ত সামান্য বিষয়েও জাতিত্ববোধের শিক্ষা দেয় এবং আমাদেরই এই সমস্ত অমূল্য আদর্শসমূহ দ্বারা বিজাতীয়গণ কত উন্নতি করিতেছে, আর আমরা নিজেদের আদর্শ হারাইয়া বিজাতীদের প্রতি তাকাইয়া আছি। বর্তমান যমানায় "জল, লবণ" ইত্যাদি বহু বিজাতীয় শব্দ ব্যবহার করা এই হাদীছ অনুযায়ী অবাঞ্ছনীয় গণ্য হইবে।

এশার নামাযের ফজিলত

৩৪৭। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এশার নামায পড়িতে বিলম্ব করিলেন। রাত্রি অধিক হইয়া গেল, এখনও তিনি মসজিদে যান না, তাই ওমর (রাঃ) আসিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! শিশু ও নারীগণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে (অর্থাৎ এশার নামাযে আর কত বিলম্ব করিবেন?) তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) মসজিদে আসিলেন এবং (এত রাত্র পর্য্যন্ত নামাযের জন্য অপেক্ষারত মুছল্লিগণকে ধন্যবাদ স্বরূপ বলিলেন, তোমরা (মুষ্টিমেয় কয়েকজন) ব্যতীত দুনিয়ার বুকে এই সময় নামাযের অপেক্ষাকারী আর কেহ নাই; এই ফজিলতের

* পরবর্তী পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (রঃ) এশার নামাযকে "আতামাহ" বলার অবকাশ দেখাইয়াছেন। উহার উদ্দেশ্য শুধু এই যে, উহা হারাম পর্য্যায়ের নিষিদ্ধ নহে।

অধিকারী শুধু তোমরাই। কারণ, (একমাত্র মোসলমানই নামায পড়িবে এবং) তখন মদীনার বাহিরে ইসলাম প্রসারিত হয় নাই (আর মদীনার অন্য সব মসজিদে পূর্বেই নামায শেষ হইয়াছে।)

৩৪৮। **হাদীছ ঃ**—আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এবং আমার সঙ্গীগণ যাহারা আবিসিনিয়া হইতে জাহাজ যোগে মদীনায় আসিয়াছিলাম নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বাসস্থান হইতে দূরে অবস্থান করিতাম। তাই আমরা দুই একজন করিয়া পালাক্রমে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির থাকিতাম। একদা আমি ও আমার কয়েকজন সঙ্গী তাঁহার খেদমতে পৌঁছিলাম, নবী (দঃ) কোন কাজে আবদ্ধ ছিলেন, তাই এশার নামায পড়িতে বিলম্ব হইল। নবী (দঃ) রাত্র অধিক হইলে পর মসজিদে আসিলেন এবং নামাযান্তে সকলকে অপেক্ষা করিতে আদেশ করিয়া বলিলেন, তোমরা ধন্যবাদ ও মোবারাকবাদ গ্রহণ কর; তোমাদের উপর আল্লার অতি বড় নেয়ামত যে, তোমরা ব্যতীত অন্য কোন উম্মত এই সময় নামায পড়ে নাই। (এখনও দুনিয়ার বুকে এই সময় কেহ কোথাও নামায পড়িতেছে না)। আবু মুছা (রাঃ) বলেন, আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই উক্তি শুনিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরিলাম।

ব্যাখ্যা ঃ—সেখ সা'দী (রঃ) খুবই সুন্দর পরামর্শ দিয়া বলিয়াছেন—

صنت منه کہ خدمت سلطان همی کنی -

صنت شناس کہ بخدمت اوبداشت

"গর্ব করিও না যে, তুমি বাদশার খেদমতের সুযোগ পাইয়াছ। ইহা তাঁহারই দয়া ও মেহেরবানী যে, তিনি তোমাকে তাঁহার খেদমতের সুযোগ দান করিয়াছেন।"

বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এশার পূর্বে নিদ্রা যাইবে না

৩৪৯। **হাদীছ ঃ**—আবু বরজা (রাঃ) বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) এশার নামাযের পূর্বে নিদ্রা যাওয়া ও পরে কথাবার্তায় লিপ্ত হওয়া অতিশয় নাপছন্দ করিতেন।

ঘুমের ভাবে বাধ্য হইলে এশার পূর্বে ঘুমাইতে পারে

ঐরূপ অবস্থায় এশার নামাযের পূর্বে ঘুমাইতে পারে, কিন্তু নামাযের ওয়াক্তের ভিতরে নিদ্রা ভঙ্গের সুব্যবস্থা অবশ্যই করিবে। ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ঐরূপ অবস্থায় এশার পূর্বে নিদ্রা যাইতেন, কিন্তু নামাযের ওয়াক্তের মধ্যে জাগ্রত করার জন্য লোক নিয়োগ করিতেন—এই ব্যবস্থা করিয়া প্রয়োজনে এশার পূর্বে নিদ্রা যাইতে তিনি দ্বিধা করিতেন না।

৩৫০। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) বিশেষ প্রয়োজনে লিপ্ত থাকায় এশার নামাযে অনেক বিলম্ব করিলেন। এমনকি আমরা বসা অবস্থায় মসজিদে ঘুমাইয়া পড়িলাম, একবার জাগিয়া পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িলাম। তারপর জাগ্রত হইলে হযরত নবী (দঃ) নামাযের জন্য আসিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন এই সময় তোমরা ভিন্ন কেহ ভূপৃষ্ঠে নামাযের অপেক্ষারত নাই। (অর্থাৎ যদিও তোমাদের কষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তোমরা এমন একটি ফজিলত পাইয়াছ যাহার একক অধিকারী তোমরাই।)

৩৫১। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) একদা এশার নামাযে অধিক বিলম্ব করিলেন, (মসজিদে উপস্থিত) লোকেরা (বসা অবস্থায়) বার বার ঘুমাইতে ও জাগ্রত হইতে লাগিল। তখন ওমর (রাঃ) যাইয়া হযরত (দঃ)কে নামাযের কথা বলিলেন। হযরত (দঃ) নামাযের জন্য বাহির হইয়া আসিলেন। হযরত (দঃ) তখন গোছল করিয়া আসিতেছিলেন; তাঁহার মাথা হইতে পানি ঝড়িতেছিল। তিনি বলিলেন, আমার উম্মতের কষ্ট হইবে এই আশঙ্কা না হইলে এশার নামায এই সময়েই পড়ার আদেশ করিতাম।

ব্যাখ্যা ঃ—এশার নামাযের উত্তম সময় বিলম্বে তথা রাত্রির প্রথম তৃতীয়াংশের পরে হইত, যদি নবী (দঃ) সেই আদেশ করিতেন। কিন্তু হযরত (দঃ) উম্মতের কষ্টের লক্ষ্য করিয়া সেই আদেশ করেন নাই। হযরতের এবং ছাহাবীগণের আমল ও নীতি ইহাই ছিল যে, তাঁহারা রাত্রের তৃতীয়াংশের মধ্যে এশার নামায পড়িতেন।

৩৪৭ নং হাদীছ বর্ণনান্তে আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা বলিয়াছেন—

وكانوا يصلون فيما ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول

"নবী (দঃ) এবং ছাহাবীগণ পশ্চিম আকাশের শুভ্রতা বিদূরিত হওয়ার পর রাত্রের প্রথম তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে এশার নামায পড়িয়া থাকিতেন।" সুতরাং এশার নামাযের উত্তম ওয়াক্ত তৃতীয়াংশের মধ্যেই থাকিবে। উহার পরের সময় এশার নামায পড়া নবী (দঃ) কর্তৃকই পরিত্যক্ত। (৮১ পৃঃ)

নেছায়ী শরীফে আছে, হযরত নবী (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, তোমরা রাত্রের তৃতীয়াংশের মধ্যে এশার নামায পড়িবে।

এশার নামাযের ওয়াক্ত মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত থাকে*

৩৫২। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এশার নামায মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত বিলম্ব করিয়া পড়িলেন এবং নামাযান্তে বলিলেন, অন্যান্য বস্তীর লোকজন নামায পড়িয়াছে, তোমরা নামাযের অপেক্ষায় বসিয়া আছ।

* মধ্যরাত্রের পর ছোবহে-ছাদেক পর্য্যন্ত এশার ওয়াক্ত থাকে, কিন্তু উহা মকরুহ ওয়াক্ত।

স্মরণ রাখিও, যে পর্য্যন্ত তোমরা নামাযের অপেক্ষায় বসিয়া আছ সে পর্য্যন্ত তোমাদিগকে নামাযরত গণ্য করা হইবে।

ফজরের নামাযের ফজিলত

৩৫৩। **হাদীছ ঃ**—আবু মুছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যে ব্যক্তি ঠাণ্ডা সময়ের (আছর ও ফজর) নামাযদ্বয় আদায়ে অভ্যস্ত হইবে, সে বেহেশতী হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ— হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ফরমান শিরোধার্য্য। কারণ, সাধারণতঃ দেখিবেন, যে ব্যক্তি এই নামাযদ্বয়ে অভ্যস্ত হয়, সে অন্য তিন ওয়াক্ত নামাযে অভ্যস্ত নিশ্চয় হয় এবং যে ব্যক্তি খাঁটিভাবে নামাযে অভ্যস্ত হয়, সে অন্যান্য দিক দিয়াও শরীয়ত অনুসারী হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۝

"নামায মানুষকে অপকর্ম ও কুকর্ম হইতে বিরত রাখার সহায়ক। (২১ পাঃ ২ রুঃ)

ফজরের নামাযের ওয়াক্ত

৩৫৪। **হাদীছ ঃ**—যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে সেহ্‌রী খাওয়ার একটু পরেই ফজরের নামাযে দাঁড়াইয়া গেলাম; সেহ্‌রী ও নামাযের মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ বা ষাট আয়াত পড়ার মত সময়ের ব্যবধান ছিল।

৩৫৫। **হাদীছ ঃ**—ছাহ্‌ল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার বাড়ী হইতে সেহ্‌রী খাইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ফজরের নামায পড়িতে হইলে অতি দ্রুতবেগে আসিতে হইত।

(এখানে আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি ২৪৭ নম্বরে দেখুন)

যে কোন নামাযের এক রাকাত পড়ার মত সময় পাইলেই ঐ নামায পূর্ণরূপে ফরজ হইয়া যাইবে

৩৫৬। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—কোন ব্যক্তি যে কোন নামাযের মাত্র এক রাকাত পড়ার সময় পাইলেই ঐ নামায তাহার উপর ফরজ হইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছের ব্যাখ্যার জন্য ৪৩২ নম্বর হাদীছের ব্যাখ্যা দেখুন।

ফজরের নামায পড়ার পর সূর্য্য পূর্ণ উদিত হওয়ার পূর্বে নফল নামায পড়া নিষেধ

৩৫৭। **হাদীছ ঃ**—ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দুই সময়ে নফল নামায পড়া নিষেধ করিয়াছেন—ফজরের নামাযের পরে, যাবৎ সূর্য্য পূর্ণ উদিত না হয় এবং আছরের নামাযের পরে, যাবৎ সূর্য্য পূর্ণ অস্ত না যায়।

৩৫৮। **হাদীছ ঃ**—ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যখন সূর্য্যের কিনারা উদিত হওয়া আরম্ভ হয় তখন নামায হইতে বিরত থাক, যাবৎ পূর্ণ উদিত না হয় এবং যখন সূর্য্যের কিনারা অস্ত যাইতে আরম্ভ করে তখন নামায হইতে বিরত থাক, যাবৎ সূর্য্য পূর্ণ অস্তমিত না হইয়া যায়।

৩৫৯। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দুই প্রকার ক্রয়-বিক্রয় এবং দুই প্রকার পরিধান এবং দুই সময়ের নামায নিষিদ্ধ করিয়াছেন। ফজরের নামাযের পর সূর্য্য উদয় পর্য্যন্ত এবং আছরের নামাযের পর সূর্য্য অস্ত যাওয়া পর্য্যন্ত নামায পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। দুই হাত আবদ্ধ করিয়া চাদরে আবৃত করা হইতে এবং লুঙ্গি ইত্যাদি পরিধান করিয়া হাঁটুদ্বয়কে খাড়া করিয়া এরূপ অসাবধানভাবে বসা যে, তলদেশের কাপড় নীচে পড়িয়া ছতর উন্মুক্ত হইয়া যায়, এরূপ করিতেও নিষেধ করিয়াছেন। একে অন্যের প্রতি বিক্রয় দ্রব্য নিক্ষেপ করা অথবা একে অন্যকে ছোঁয়ার দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করিতে নিষেধ করিয়াছেন (ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ে ইহার বিবরণ আসিবে)।

আছরের নামায পড়ার পর নফল পড়া নিষিদ্ধ

৩৬০। **হাদীছ ঃ**—মোয়াবিয়া (রাঃ) সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, তোমরা এমন একটি নামায পড়িয়া থাক যাহা আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে পড়িতে দেখি নাই, বরং তিনি উহা পড়িতে নিষেধ করিতেন—আছরের পরে দুই রাকাত নফল নামায।

সূর্য্য উদয় ও অস্তের সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ

৩৬১। **হাদীছ ঃ**—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—ফজর নামাযের পর সূর্য্য উপরে উঠিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত নামায পড়া নিষিদ্ধ এবং আছর নামাযের পর সূর্য্য অস্ত না যাওয়া পর্য্যন্ত নামায পড়া নিষিদ্ধ।

৩৬২। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, সূর্য্য উদয়ের সময় তোমরা নামাযের জন্য উদ্যত হইও না এবং অস্তের সময়ও নামাযের জন্য উদ্যত হইও না।

আছরের নামাযের পর কাযা নামায পড়া জায়েয

৩৬৩। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দুইটি নামায কখনও ছাড়িতেন না। প্রকাশ্যে বা গোপনে অবশ্যই উহা পড়িতেন—ফজরের পূর্বে দুই রাকাত ও আছরের পরে দুই রাকাত।*

৩৬৪। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যে দিনই আছরের পর আমার নিকট আসিতেন ২ রাকাত নামায পড়িতেন।

ব্যাখ্যা ঃ— আছরের নামায পড়ার পরে নফল নামায পড়া নিষিদ্ধ বলিয়া হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে স্পষ্ট বর্ণনা আছে—যেমন পূর্বের পরিচ্ছেদে উল্লেখ হইয়াছে। কিন্তু আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত উল্লিখিত হাদীছদ্বয় হইতে বুঝা যায়, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আছরের পরে দুই রাকাত নামায পড়িতেন। ইমাম বোখারী (রঃ) ইহার মীমাংসা করিবার জন্য দুইটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। প্রথমতঃ আছরের পর দুই রাকাত নামায হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কাজা স্বরূপ পড়িতেন—জোহরের ফরজ পড়ার পর দুই রাকাত ছুন্নত পড়া হয়, একদিন হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এক বিশেষ কর্মব্যস্ততার দরুন ঐ ছুন্নত পড়িতে পারেন নাই তাই উহা আছরের পর কাজা স্বরূপ পড়িয়াছেন। তারপর অবশ্য তিনি উহা সর্বদাই পড়িতে থাকেন, কিন্তু উহার প্রথম সূচনা ছুন্নতের কাজা স্বরূপই হইয়াছিল।* দ্বিতীয়তঃ—যে কোন কারণেই হউক আছরের পর সর্বদা এই দুই রাকাত নামায পড়াকে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজের জন্যই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন, অন্য কেহ ইহা অবলম্বন করুক তাহা তিনি চাহিতেন না, বরং নিষেধ করিয়াছেন। নিম্নের হাদীছদ্বয়ে উক্ত বিষয় দুইটির বয়ান রহিয়াছে।

৩৬৫। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ), মেছওয়ার (রাঃ) এবং আবদুর রহমান (রাঃ) ছাহাবীত্রয় কোরায়েব নামক খাদেমকে এই বলিয়া আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট পাঠাইলেন যে, তাঁহার নিকট আমাদের সালাম বলিবে এবং আছরের পর দুই রাকাত নামাযের বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে যে, শুনিতে পাইলাম আপনি ঐ নামায পড়িয়া থাকেন, অথচ আমাদের নিকট এরূপ প্রমাণ পৌঁছিয়াছে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ নামায পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, খলীফা ওমরের সহিত একমত হইয়া আমিও লোকদিগকে এই নামায হইতে বিরত রাখার জন্য শাস্তি দিয়া থাকিতাম।

---

* অবশ্য আছরের পরের দুই রাকাত সর্বদা গোপনেই পড়িতেন; যেমন ৩৬৬ নং হাদীছে আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন। উহা সকলে দেখিত না—যেরূপ ৩৬০ নং হাদীছে উল্লেখ আছে।

* আছরের নামাযের পর এরূপ ছুন্নতের কাজা অন্য কেহ পড়িবে তাহা এক হাদীছে হযরত (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন। যেমন ছোমে-বেছাল তথা দিবারাত্র মিলাইয়া একটানা একাধিক দিনের রোযা স্বয়ং হযরত (দঃ) রাখিতেন, অন্যের জন্য উহা নিষেধ করিয়াছেন, রাখিলে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। ফরজ কাজা নামায আছরের নামাযের পর সকলেই পড়িতে পারে।

(তাই এবিষয় পূর্ণ অনুসন্ধান চালান দরকার মনে করিলাম।) কোরায়েব বলেন—আমি আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং ছাহাবীত্রয়ের কথার পূর্ণ বিবরণ তাঁহাকে পৌঁছাইলাম। আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, এই বিষয়টি বিবি উম্মে-ছালামার নিকট জিজ্ঞাসা কর; (তিনিই উহার বিস্তারিত বিবরণ অবগত আছেন।) কোরায়েব ছাহাবী-ত্রয়ের অনুমতি লইয়া উম্মে-ছালামাহ রাজিয়াল্লাহু আনহার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই নামায (আছরের পর) হইতে নিষেধ করিতে শুনিতাম, একদা তাঁহাকে আছরের পর এই নামায পড়িতে দেখিলাম। তখন আমি কর্মব্যস্ত থাকায় আমার গৃহকর্মিনীর মারফত জিজ্ঞাসা করাইলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)! আপনাকে এই নামায হইতে নিষেধ করিতে শুনিয়াছি, এখন আপনাকে উহা পড়িতে দেখি। নামাযান্তে হযরত (দঃ) আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি আছরের পর দুই রাকাত নামাযের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ? ঘটনা এই যে, আবদুল-কায়েছ গোত্রের একদল লোক আমার নিকট আসিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে লিপ্ততার পরিস্থিতি এমনই হইয়াছিল যে, জোহরের ফরজান্তে দুই রাকাত সুন্নত পড়িতে পারি নাই; ইহা সেই দুই রাকাত নামায।

৩৬৬। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (আছরের পর) দুই রাকাত নামায নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মৃত্যু পর্য্যন্ত কখনও ছাড়েন নাই, সর্বদাই তিনি উহা পড়িতেন; কিন্তু মসজিদে কখনও পড়িতেন না—এই আশঙ্কায় যে তাঁহার উম্মত একটি অতিরিক্ত কষ্টে পড়িয়া যাইবে। তিনি সর্বদাই স্বীয় উম্মতের কষ্ট লাঘব করার প্রতি তৎপর থাকিতেন।

একদল লোকের নামায কাজা হইলে আজান ও জমাতের সহিত ঐ কাজা নামায পড়িতে পারে

৩৬৭। **হাদীছ ঃ**—আবু কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে কোন এক ছফরে ছিলাম। একদা সমস্ত রাত্র ভ্রমণ করতঃ ক্লান্ত হইয়া শেষ রাত্রে কোন কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট বিশ্রামের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। হযরত বলিলেন, এখন আরাম করিলে ফজরের নামায কাজা হওয়ার আশঙ্কা আছে। বেলাল (রাঃ) আরজ করিলেন, (নামায কাজা হওয়ার আশঙ্কায় সকলে নিদ্রা ভঙ্গ করার প্রয়োজন নাই;) আপনারা আরাম করুন, (আমি বসিয়া থাকি;) নামাযের সময় আপনাদিগকে জাগাইয়া দিব। তখন সকলে ঘুমাইয়া পড়িলেন। বেলাল (রাঃ) ছোবহে-সাদেকের অপেক্ষায় পূর্বদিকে তাকাইয়া হেলান দিয়া বসিয়া রহিলেন। এ অবস্থায় তাঁহার চক্ষু বুজিয়া গেল, তিনিও নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়িলেন। (সকলেই নিদ্রামগ্ন, নামাযের সময় চলিয়া গেল।) যখন সূর্য্য উদিত হইতেছিল, তখন সর্বপ্রথম রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু

আলাইহে অসাল্লামের নিদ্রা ভাঙ্গিলে তিনি বেলালকে ডাকিয়া বলিলেন—তোমার কর্তব্য তুমি কি করিলে? বেলাল (রাঃ) আরজ করিলেন, এমন অপ্রত্যাশিতরূপে নিদ্রা আমার উপর জীবনে কখনও চাপে নাই। আমাদের সকলের আত্মাই নিদ্রাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার হাতে চলিয়া গিয়াছিল† যখন তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে পুনরায় উহাকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। (অর্থাৎ—নামাযের জন্য পূর্ণ সতর্কতা ও সর্বপ্রকার ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হইয়াছিল, এমতাবস্থায় অপ্রত্যাশিত ও অনিচ্ছাকৃত নিদ্রা "ওজর" রূপেই গণ্য হইবে।) তারপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকলকে বলিলেন, এইস্থানে শয়তানের আছর আছে, যদ্দরুন আমরা নামাযের ওয়াক্ত হইতে মাহরুম হইয়াছি। এখান হইতে সত্বর অন্যত্র যাইয়া সকলে অজু করিলে পর হযরত (দঃ) বলিলেন, হে বেলাল! লোকদিগকে একত্র করার জন্য আজান দাও। তারপর যখন সূর্য্য সম্পূর্ণরূপে উদিত হইয়া লাল বর্ণ চলিয়া গেল তখন ঐ কাজা নামায সকলে জামাতে পড়িলেন।

৩৬৮। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর (রাঃ) খন্দকের জেহাদরত অবস্থায় একদিন বিষণ্ণ মনে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া কাফেরদের প্রতি ভর্ৎসনা আরম্ভ করিলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! অদ্য (কাফের শত্রুদলের প্রতিরোধে লিপ্ত থাকায়) আমি সূর্য্যাস্তের পূর্বে আছরের নামায পড়ার সুযোগ করিতে পারি নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমরাও পড়িতে পারি নাই। সেমতে সূর্য্যাস্তের পরে আমরা সকলে ময়দানে একত্রিত হইয়া অজু করিলাম এবং প্রথমে (কাজা) আছরের পড়িলাম, তারপর মাগরেবের নামায আদায় করিলাম।

মছআলাহ ঃ—কোন ব্যক্তির ছয় ওয়াক্তের কম নামায কাজা হইলে ঐ কাজা নামায যথাক্রমে প্রথমে পড়িয়া তারপর উপস্থিত ওয়াক্তের নামায পড়িতে হইবে; অন্যথায় উপস্থিত ওয়াক্তের নামায শুদ্ধ হইবে না। অবশ্য যদি কারণ বশতঃ উপস্থিত নামায এমন সময় পড়িতে উদ্যত হয় যখন কাজা নামায পড়িতে গেলে উপস্থিত নামামের ওয়াক্ত চলিয়া যাইবে তবে সে ক্ষেত্রে উপস্থিত নামাযই প্রথমে পড়িবে। কাজা নামাযের কথা ভুলিয়া উপস্থিত নামায পড়িলে তাহাও শুদ্ধ হইবে। ছয় ওয়াক্ত বা ততোধিক নামায কাজা হইলে সে ক্ষেত্রে এই বাধ্য-বাধকতা নাই। উক্ত হাদীছের উপরই বোখারী (রঃ) এই মছআলাহটিও উল্লেখ করিয়াছেন।

মছআলাহ ঃ— কতিপয় নামায কাজা হইলে সেই নামায আদায় করিতে উহাদের মধ্যেও তরতীব তথা আগ-পাছের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আগের ওয়াক্ত আগে এবং পরের ওয়াক্ত পরে পড়িতে হইবে অন্যথায় সেই আদায় শুদ্ধ হইবে না।

---

† মানুষের দেহের সঙ্গে তাহার রূহের দুই প্রকার সংযোগ আছে—একটি দ্বারা মানুষ জীবিত থাকে, মৃত্যুর সময় উহা বিচ্ছিন্ন হয়; অপরটি দ্বারা মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয় পরিচালিত হইয়া থাকে, নিদ্রাবস্থায় উহাই ছিন্ন হয় এবং জাগ্রত হইলে উহা পুনঃ স্থাপিত হয়।

অবশ্য এই মছআলাহ সর্বমোট ছয় ওয়াক্ত কাজা পর্য্যন্ত। যদি কাজার সংখ্যা ছয় ওয়াক্তের অধিক হয় তবে ঐ বাধ্য-বাধকতা থাকে না।

নামাযের ওয়াক্ত চলিয়া গেলে স্মরণ হওয়া মাত্রই নামায পড়িবে

৩৬৯। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নামায ভুলিয়া যায়, স্মরণ হওয়া মাত্রই উহা আদায় করিবে। উহা আদায় না করিলে ঐ গোনাহ মাফ করাইবার কোন উপায় নাই।

মছআলাহ ঃ—কোন নামায ছুটিয়া গেলে তওবা-এস্তেগফার করতঃ নামায কাজা পড়িবে—একাধিক বার ঐ কাজা পড়িতে হইবে না। ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ) বলিয়াছেন, এক ওয়াক্ত নামায দশ বৎসর কাজা থাকিয়া গেলেও সেই এক ওয়াক্তের কাজা একবারই পড়িতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— ৩৪৯ নং হাদীছ দ্বারা বোখারী (রঃ) মছআলাহ লিখিয়াছেন যে, এশার নামাযের পর গল্প করা ও কথাবার্তায় সময় ব্যয় করা নিষিদ্ধ। অতঃপর একটি পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন, দ্বীন শিক্ষার কথাবার্তায় এবং ওয়াজ-নছীহতের কথাবার্তায় লিপ্ততা এশার নামাযের পরে জায়েয আছে। নিম্নের পরিচ্ছেদেও ঐরূপ একটি মছআলাহ উল্লেখ করিয়াছেন।

এশার পরে পরিবারবর্গ বা মেহমানের সহিত প্রয়োজনীয় কথা বলা

৩৭০। হাদীছ ঃ—আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র আবদুর রহমান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ছাহাবীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক "আছহাবে-ছোফ্‌ফাহ"* নামে পরিচিত ছিলেন: তাঁহারা নিতান্ত গরীব ও অসহায় ছিলেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) একদা সকলের প্রতি এই আহ্বান জানাইলেন—যাহার নিকট দুই জনের খানা আছে সে (আছহাবে ছোফ্‌ফাহ হইতে) একজনকে সঙ্গে লইয়া যাও। যাহার নিকট চার জনের খানা আছে

---

* "ছোফ্‌ফাহ" শব্দের অর্থ সংলগ্ন বারান্দা। এই ছাহাবীগণ দ্বীন-ইসলামের জন্য বাপ-দাদার ধন-সম্পত্তি সব কিছু ত্যাগ করতঃ এমন নিঃসহায় নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, মসজিদের বারান্দা ভিন্ন তাঁহাদের বাসস্থানের আর কোন ব্যবস্থা ছিল না; সে জন্যই তাঁহাদিগকে আছহাবে-ছোফ্‌ফাহ বলা হইত। এমনকি তাঁহাদের পরনের কাপড়টুকু পর্য্যন্ত পূর্ণরূপে জুটিয়া উঠিত না। তাঁহারা দ্বীনের এল্‌ম শিক্ষা করার জন্য সর্বদা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারেই থাকিতেন। রাত্রিকালে অবসর সময় এবাদতে কাটাইতেন, দিনের বেলা বন-জঙ্গল হইতে লাকড়ী কুড়াইতেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের জীবিকা নির্বাহ হইত না। তাই রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেন।

সে পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ জনকে লইয়া যাও। রসুলুল্লাহ (দঃ) একাই দশজনকে লইয়া গেলেন। (আবদুর রহমান বলেন,) আমাদের ঘরে আমি, আমার স্ত্রী, আমার মা এবং বাবা আবু বকর ছিলেন, এবং সকলের জন্য একটি মাত্র চাকর ছিল। (রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আহ্বানে সাড়া দিয়া) আমার পিতাও কয়েকজন মেহমান আমাদের বাড়ীতে লইয়া আসিলেন এবং আমাকে হুকুম করিলেন—তুমি এই মেহমানদের খেদমত-গোজারী করিও, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট যাইতেছি। আমার জন্য কোনরূপ অপেক্ষা না করিয়া মেহমানদের খাওয়া শেষ করিয়া ফেলিও। এই বলিয়া আবু বকর (রাঃ) চলিয়া গেলেন এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অনেক সময় কাটাইলেন, এমনকি সেখানেই তিনি খাওয়া-দাওয়া করিয়া এশার নামায পড়িলেন। তারপর যখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ঘুমের সময় হইল তখন আবু বকর (রাঃ) বাড়ী ফিরিলেন। এদিকে আমি পূর্ব নির্দেশ-অনুযায়ী মেহমানদের খানা উপস্থিত করিয়া তাঁহাদিগকে খাওয়ার জন্য অনুরোধ জানাইলে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়ীওয়ালা—মেজবান কোথায়? আমি অনুরোধ করিলাম আপনারা খাওয়া-দাওয়া করিয়া লউন। তাঁহারা বলিলেন, তিনি না আসা পর্য্যন্ত আমরা খাইব না। আমি বলিলাম, তিনি আসিয়া যদি দেখেন আপনাদের খাওয়া হয় নাই তবে তিনি আমার প্রতি অত্যধিক রাগান্বিত হইবেন। এত করিয়া বলা সত্ত্বেও তাঁহারা খাইতে স্বীকৃত হইলেন না। আমার পিতা আবু বকর (রাঃ) যখন বাড়ী আসিলেন তখন আমি ভয়ে পালাইয়া রহিলাম। আমার মাতা তাঁহাকে বলিলেন, মেহমানদিগকে ছাড়িয়া এত রাত্র কিরূপে কাটাইলেন? তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এখনও কি মেহমানদের খাওয়া-দাওয়া হয় নাই? মা বলিলেন, আমরা খাবার দিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি না আসা পর্য্যন্ত তাঁহারা খাইতে সম্মত হন নাই। তিনি ভীষণ রাগান্বিত হইয়া আমাকে পাজী বলিয়া ডাকিলেন এবং নানারূপ ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি চুপ করিয়া পলাইয়া রহিলাম। তিনি আমাকে কয়েকবার ডাকিয়া অবশেষে বলিলেন—সত্বর উপস্থিত হও, নতুবা ভাল হইবে না। তখন আমি উপস্থিত হইলাম এবং বলিলাম, আপনি মেহমানদিগকে জিজ্ঞাসা করুন! তাঁহারা বলিলেন, এই বেচারা ঠিকই বলিতেছে—ইহার কোন দোষ নাই; আমাদের জন্য খাবার উপস্থিত করিয়াছিল, কিন্তু আমরাই খাইতে স্বীকার করি নাই। তখন আমার পিতা বলিলেন, আপনারা খাইয়া লউন, কসম খোদার—আমি এই রাত্রে খাইব না। তখন মেহমানগণও শপথ করিয়া বসিলেন যে, আপনি না খাইলে আমরাও খাইব না। তখন আবু বকর একটু স্থিরতার মধ্যে আসিয়া বলিলেন, আজ রাত্রের ন্যায় এরূপ দুর্ঘটনা আর ঘটে নাই; আপনারা কেন খাবার গ্রহণ করিবেন না? এই বলিয়া খাবার উপস্থিত করিবার আদেশ করিলেন এবং বলিলেন,

প্রথমে অর্থাৎ ক্রুদ্ধাবস্থার কথাবার্তার মূলে শয়তানের কারসাজি ছিল (যদ্দ্বারা সকলেই ক্ষুধার্ত থাকার উপক্রম হইয়াছে।) এই বলিয়া খাওয়া আরম্ভ করিলেন, তখন সকলেই খাইলেন। প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনা করেন যে, (আবু বকর (রাঃ) মেহমানগণের প্রতি যে তৎপরতা প্রদর্শন করিলেন এবং এমন উদারতা দেখাইলেন যে, তাঁহাদের সন্তুষ্টির জন্য স্বীয় শপথ ভঙ্গ করিয়া কাফ্ফারার বোঝাও মাথায় লইতে কুণ্ঠিত হইলেন না, বরং তৎক্ষণাৎ মেহমানদের অভিপ্রায় অনুযায়ী খাওয়া আরম্ভ করিলেন এবং মেহমানগণও সহানুভূতির পরিচয় দিলেন যে, আবু বকরকে ছাড়িয়া না খাওয়ার শপথ করিয়া বসিলেন। উভয় পক্ষের এই সহানুভূতির ব্যবহারে আল্লাহ তায়ালার রহমত বর্ষিত হইল এবং উহার ফলাফল প্রকাশ্যে দেখা যাইতে লাগিল। আল্লাহ তায়ালা ঐ খাদ্যের মধ্যে এত বরকত দান করিলেন যে,) খোদার কসম—আমরা এক এক লোকমা পাত্র হইতে উঠাইবার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য বস্তু মাত্রায় আরও বাড়িয়া যাইতে লাগিল, এমনকি উপস্থিত সকলে খাইয়া তৃপ্ত হইলেন; এদিকে খাদ্যবস্তু পূর্বের চেয়েও বেশী দেখা যাইতে লাগিল। আবু বকর (রাঃ) এ অবস্থা দেখিয়া স্বীয় স্ত্রীকে ডাকিলেন, তিনিও আশ্চার্য্যান্বিতা হইয়া বলিলেন—বর্তমান খাদ্যবস্তুত পূর্বের তুলনায় তিন গুণ বেশী। আবু বকর (রাঃ) বুঝিতে পারিলেন, নিশ্চয় আল্লার তরফ হইতে বরকত নাযেল হইয়াছে; ইহা অতি মোবারক খাদ্য; (তাই যত খাওয়া যায় ততই ভাল। এই ভাবিয়া) তিনি আরও খাইলেন এবং স্বীয় ত্রুটির পুনরুক্তি করিয়া বলিলেন—ক্রুদ্ধাবস্থায় যে কসম খাওয়া হইয়াছিল তাহা শয়তানের তাছীরেই হইয়াছিল, এই বলিয়া আরও এক লোকমা খাইলেন। পাত্রে আরও খাদ্য অবশিষ্ট থাকিল। উহা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে পৌছাইয়া দিলেন। ভোর পর্য্যন্ত ঐ খাদ্য তাঁহার নিকটেই থাকিল।

ঘটনাক্রমে ইতিপূর্বে মোসলমানদের সঙ্গে অন্য কোনও এক আরব গোত্রের সন্ধি চুক্তি হইয়াছিল এবং উক্ত চুক্তির মেয়াদ শেষ হইয়া যাওয়ায় ঐ গোত্রের বারজন নেতৃস্থানীয় লোক নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে পৌছিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই কয়েকজন করিয়া লোক ছিল, তাঁহারা সকলেই তৃপ্তি সহকারে ঐ খাদ্য খাইলেন।†

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, নামায ঈমানের এরূপ অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যে, নামায না পড়া মোশরেক কাফেরদের কাজ বলিয়া পরিগণিত (৭৫)। ● ইসলাম গ্রহণকারী হইতে নবী (দঃ) বিশেষভাবে নামায পড়ার অঙ্গীকার গ্রহণ করিতেন (৭৫ পৃঃ ৫১ হাদীছ)। ● নামাযী ব্যক্তি বস্তুতঃ তাহার প্রভু-পরওয়ারদেগারের দরবারে আবেদন-আরাধনায় মগ্ন হয় (৭৬ পৃঃ)। অর্থাৎ নামাযী ব্যক্তির সব

† হাদীছ খানা ৯০৬, ৯০৭ পৃষ্ঠায়ও আছে; অনুবাদে সমষ্টির লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

হাল-অবস্থা ঐ ধরণের হওয়া চাই। ● এশার নামাযের জমাত অনুষ্ঠানে মুছল্লীদের সমাগমের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্র-পশ্চাৎ করা সুন্নত (৩৪৪ হাদীছ)। মেঘাচ্ছন্ন দিনে সতর্কতামূলকভাবে নামায অপেক্ষাকৃত শীঘ্র পড়িবে (৩৬৯ হাদীছ)। যাহাতে অজ্ঞাতে নামাযের ওয়াক্ত ছুটিয়া না যায়।

আজানের বিবরণ

মোসলমানদের মধ্যে আজানের প্রচলন

আজানের আলোচনা পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে। যথা, আল্লাহ বলেন—

اِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا......

"(হে মোসলমানগণ! দেখ—কাফেররা তোমাদের কত বড় ঘোর শত্রু;) যখন তোমরা নামাযের প্রতি আহ্বান জানাও (অর্থাৎ আজান দাও) তখন তাহারা উহাকে লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও হাসি-তামাসা করিয়া থাকে। কারণ, তাহারা জ্ঞানশূন্য সম্প্রদায়। (নতুবা স্বীয় পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, জীবনদাতা আল্লার দিকে আহ্বানকে লইয়া কখনও এরূপ করিত না।) (৬ পারা ১৩ রুকু)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ

"জুমার দিন যখন তোমাদিগকে জুমার নামাযের জন্য ডাকা (অর্থাৎ আজান দেওয়া) হয় তখন তোমরা সমস্ত কাজ-কর্ম ছাড়িয়া আল্লার জেক্র অর্থাৎ নামাযের দিকে ধাবিত হও।" (২৮ পারা ছুরা জুমা)

৩৭১। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—মদীনায় মোসলমানদের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইলে নামাযের সময় জ্ঞাত করার আলোচনা হইল; তখন ছাহাবীগণ উচ্চস্থানে অগ্নি জ্বালাইবার বা "নাকুস"* বাজাইবার প্রস্তাব করিলেন। কেহ কেহ এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিলেন যে, এই সব ত ইহুদ-নাছারাদের প্রথা। তাই এই সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইল। তারপর (আজান একামতের প্রথা সাব্যস্ত হইলে) রসুলুল্লাহ (দঃ) বেলাল (রাঃ)কে

---

* স্কুল, কলেজে কাঁশার তৈরী গোল আকারের ঘণ্টা হাতুড়ী দ্বারা পিটাইয়া বাজান হয়। প্রাচীনকালে লম্বা আকারের কাঠ দ্বারা ঘণ্টা তৈরী হইত। ছোট আর একটি কাঠ দ্বারা পিটাইলে তাহাতে শব্দ হইত উহাই "নাকুস"; নাছারারা গির্জায় উহা ব্যবহার করিত।

আদেশ করিলেন—আজানের বাক্যগুলি দুই দুই বারে এবং একামতের বাক্যগুলি এক এক বার বলিবার জন্য। কিন্তু কাদকামাতিছ্ছালাহ বাক্যটি একামতের মধ্যে দুই বারেই বলিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—হানফী মজহাব মতে একামতের বাক্যগুলি সংখ্যায় আজানের সমানই থাকিবে, তদুপরি "কাদকামাতিছ্ছালাহ বর্দ্ধিত হইবে, কিন্তু যে সব বাক্য দুই দুই বার রহিয়াছে আজানের মধ্যে উহার প্রত্যেকবার পৃথক পৃথক শ্বাসে বলিতে হইবে এবং একামতের মধ্যে উহার দুই দুই বারকে মিলাইয়া এক সঙ্গে বলিতে হইবে। ফেকাহ শাস্ত্রে প্রথম পদ্ধতিকে "তারাচ্ছোল" বলা হয় যাহা আজানের মধ্যে সুন্নত। এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিকে "হদর" বলা হয় যাহা একামতের মধ্যে সুন্নত।

৩৭২। হাদীছ ঃ— ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোসলমানগণ (মক্কায় থাকাকালে প্রকাশ্যে ও জমাতে নামায পড়ার কোনরূপ ব্যবস্থাই করিতে পারিত না।) মদীনায় আসার পর তাঁহারা পূর্ণ উদ্যমে জমাতের সহিত মসজিদে নামায পড়ার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তখন নামাযের প্রতি আহ্বান জানাইবার কোনও সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা ছিল না; প্রত্যেকেই নিজ নিজ আন্দাজ মত মসজিদে উপস্থিত হইতেন। এইরূপে সকলে একত্রিত হইলে পর কোন্ সময় নামায আরম্ভ করা হইবে তাহা পরামর্শ করিতেন; প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্যই এরূপ করিতে হইত। একদা তাঁহারা এ বিষয়ে আলোচনা করিলেন যে, সর্বসাধারণকে নামাযের সময় জ্ঞাত করাইবার জন্য কোনও বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক, নতুবা ইহাতে সকলেরই অসুবিধা হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলিলেন, নাছারাদের ন্যায় নাকুস বাজান হউক; কাহারও মত হইল, ইহুদীদের ন্যায় শিঙ্গা বাজান হউক। ওমর (রাঃ) এই পরামর্শ দিলেন যে, কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করা হউক, সে নামাযের সময় হইলে লোকদিগকে নামাযের জন্য আহ্বান করিবে। এই পরামর্শই সাময়িকভাবে গৃহীত হইল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বেলাল (রাঃ)কে এই কার্য্যের আদেশ করিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—নামাযের সময় সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করাইবার কোনও নির্দিষ্ট পন্থা বা ব্যবস্থা পূর্ণরূপে তখনও গৃহীত হইয়াছিল না; ঠিক এমনই সময়ে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে আজান ও একামতের প্রতি একটি আশাতীত ইঙ্গিত আসিল, যাহার বিস্তারিত বিবরণ আবু দাউদ শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) ছাহাবী বর্ণনা করেন—যখন নামাযের প্রতি লোকদিগকে একত্রিত করার জন্য কোন পন্থা অবলম্বনের আলোচনা হইতেছিল এবং এই প্রস্তাবও উত্থাপিত হইয়াছিল যে, একটি নাকুস তৈরী করা হউক, উহা বাজাইয়া লোকদিগকে সমবেত করা হইবে। তখনকার এক রাত্রের ঘটনা এই যে, আমি নিদ্রিত অবস্থায় ছিলাম। স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম—এক ব্যক্তি আমার নিকট ঘুরাফেরা করিতেছে, তাহার হাতে একটি নাকুস আছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লার বন্দা! তুমি কি এই

নাকুসটি বিক্রি করিবে? সে আমাকে প্রশ্ন করিল, আপনি ইহা দ্বারা কি করিবেন? আমি বলিলাম, ইহা বাজাইয়া লোকদিগকে নামাযের জন্য আহ্বান জানাইব। সে বলিল, এই কাজের জন্য আমি নাকুস বাজানো অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট একটি ব্যবস্থা শিক্ষা দিব কি? আমি বলিলাম—হাঁ, নিশ্চয়। সে বলিল, আপনি উচ্চৈস্বরে বলিবেন—

الله اكبر الله اكبر আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার এইরূপে আমাকে আজানের সমস্ত বাক্যগুলি পূর্ণরূপে শুনাইল এবং তারপর একামতও তদ্রূপই শিক্ষা দিল। সকাল বেলা নিদ্রা হইতে উঠিয়া আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং আমার স্বপ্নের ঘটনা পূর্ণ ব্যক্ত করিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, ইন্‌শা-আল্লাহ ইহা নিশ্চয়ই খাঁটি সত্য স্বপ্ন; তুমি বেলালের সঙ্গে দাঁড়াইয়া তাহাকে এই বাক্যগুলি শিক্ষা দাও, সে এইরূপে আজান দিবে। কারণ, বেলালের স্বর তোমার চেয়ে উচ্চ। তখন আমি তাহাই করিলাম; বেলাল আজান দিতে লাগিল। এদিকে ওমর (রাঃ) তাঁহার বাসস্থান হইতে দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, অবিকল এই স্বপ্ন আমিও দেখিয়াছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) তখন আল্লার শোকরিয়া আদায় করিলেন (যে, আল্লাহ তায়ালা অতি সহজে একটি জরুরী বিষয়ে মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন এবং সুন্দর ব্যবস্থা শিক্ষাদান করিয়াছেন।)

আজানের ফজিলত

৩৭৩। **হাদীছঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন নামাযের আজান দেওয়া হয় তখন শয়তান বায়ু ছাড়িতে ছাড়িতে দৌড়িয়া বহু দূরে চলিয়া যায়, যেন আজানের আওয়াজ তাহার কানে প্রবেশ না করে। আজান শেষ হইলে লোকালয়ে ফিরিয়া আসে। যখন একামত বলা হয় তখনও ঐরূপে দৌড়িয়া পালায়। একামত শেষ হইলে পুনরায় আসিয়া নামাযরত ব্যক্তিদের মনে নানা অছওয়াছাহ সৃষ্টি করে। তাহাদের দেলে এদিক-সেদিক হইতে নানা কথা টানিয়া আনিতে থাকে—যে সমস্ত কথা তাহাদের স্মরণেও ছিল না। এইরূপে শয়তান নামাযী ব্যক্তিকে নানা কথায় ফেলিয়া তাহার নামায ভুলাইয়া ফেলে। এমনকি কত রাকাত পড়িয়াছে তাহাও স্মরণ থাকে না।

উচ্চৈঃস্বরে আজান দেওয়া উচিত

খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) মোয়াজ্জেনদিগকে বলিতেন, সাদাসিধা আজান দিবে, নতুবা এই পদ ছাড়িয়া চলিয়া যাও। অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে আজান দিবে; কিন্তু আজান হইবে অতি সাদা ভাবের, উহাতে কোন প্রকার কৃত্রিম সুন্দর স্বর বানাইবার প্রয়োজন নাই।

৩৭৪। **হাদীছ**ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) একজন লোককে বলিলেন, তোমাকে দেখি—তুমি বন-জঙ্গলে বকরি চরাইয়া বেড়াইতে ভালবাস। যখন তুমি এ অবস্থায় বন-জঙ্গলে থাক এবং আজান দেও (যদিও লোকালয় হইতে বহু দূরে, তবুও) তখন সাধ্যানুযায়ী উচ্চৈঃস্বরে আজান দিবে। কেননা, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে শুনিয়াছি, মোয়াজ্জেনের সামান্য আওয়াজও যে কোন মানুষ, জ্বিন, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, গাছ-পালা তরুলতা ইত্যাদি শুনিবে, সকলেই কেয়ামতের ভীষণ দিনে আজানদাতার পক্ষে (আজানের বাক্যাবলীর কর্ম অনুযায়ী ঈমানদার হওয়ার) সাক্ষ্য দান করিবে।

বস্তী হইতে আজান শুনা গেলে তথায় আক্রমণ করিবে না

৩৭৫। **হাদীছ**ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী (দঃ) যখন আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া কোন বস্তীর দিকে জেহাদ করিতে যাইতেন, ভোর না হওয়া পর্য্যন্ত উহার উপর আক্রমণ চালাইতেন না। ভোর হইলে লক্ষ্য করিতেন—যদি ঐ বস্তী হইতে আজানের শব্দ শুনিতে পাইতেন তবে আর আক্রমণ করিতেন না। যদি আজানের শব্দ না পাইতেন তবে আক্রমণ চালাইতেন। যেমন, আমরা খয়বরের জেহাদের জন্য রওয়ানা হইলাম; রাত্রিকালে উহার নিকটবর্ত্তী পৌঁছিলাম; ভোরে যখন সেখান হইতে আজানের শব্দ শুনা গেল না, তখন আক্রমণ চালাইবার জন্য রসুলুল্লাহ (দঃ) যানবাহনে আরোহণ করিলেন। আমি আমার মাতার স্বামী আবু তাল্‌হা ছাহাবীর সঙ্গে একই বাহনে আরোহণ করিলাম। আমরা খয়বর নগরীতে ঢুকিয়া পড়িলাম। নগরবাসীরা প্রভাতে কৃষিকার্য্যের যন্ত্রপাতি লইয়া বাহির হইল, তাহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে দেখিয়া চীৎকার করিতে লাগিল—"মোহাম্মদ ও তাঁহার সৈন্যদল আসিয়া পড়িয়াছে।" রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে দেখা মাত্রই না'রায়ে তকবীর ও "খয়বর ধ্বংস হউক" ধ্বনি দিলেন এবং কোরআন শরীফের এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ -

"আমরা—মোসলমানগণ কোন বস্তী আক্রমণে উপস্থিত হইলে ঐ বস্তিবাসীর পরাজয় অনিবার্য্য।"

আজানের শব্দ শুনিয়া কি বলিবে

৩৭৬। **হাদীছ**ঃ— আবু সায়ীদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—আজানের শব্দ যখন তোমরা শুনিতে পাও তখন মোয়াজ্জেনের সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও ঐ শব্দগুলি উচ্চারণ কর।

৩৭৭। **হাদীছ**ঃ— একজন ছাহাবী আজানের "হাইয়্যা আলাছ্ছালাহ" শুনিয়া "লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" বলিলেন এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে এরূপ শুনিয়াছেন বলিয়া উক্তি করিলেন।

আজান শুনিয়া কি দোয়া পড়িবে?

৩৭৮। **হাদীছ ঃ**—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন—

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ (وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ) وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ (اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ)*

যে ব্যক্তি আজান শুনিয়া এই দোয়া পড়িবে, সে কেয়ামতে আমার শাফায়া'তের অধিকারী হইবে।

আজান দেওয়ার ফজিলত

৩৭৯। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মানুষ যদি জানিত আজান দেওয়ার মাহাত্ম্য ও ফজিলত কি তবে লটারি করিয়া হইলেও আজান দেওয়ার সুযোগ সন্ধানী হইত। জোহরের নামায জমাতে পড়ার ফজিলত জানিতে পারিলে উহার প্রতি ছুটিয়া আসিত এবং এশা ও ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে আসিবার মর্তবা জানিতে পারিলে হামাগুড়ি দিয়া হইলেও এই সময় মসজিদে উপস্থিত হইত।

ছাহাবীদের যুগে একবার ঘটনা ঘটিয়াছিল যে, আজান দেওয়ার প্রার্থী অনেক হইল। এমনকি, উপস্থিত ছাহাবী সায়াদ (রাঃ) তাঁহাদের মধ্যে লটারি করিতে বাধ্য হইলেন।

আজানের মধ্যে কথা বলা

বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন, সোলয়মান ইবনে ছোরাদ তাবেয়ী (রঃ) একদা আজানের মধ্যে কথা বলিয়াছেন। (হয় ত বিশেষ প্রয়োজনে সামান্য কথা হইবে।)

হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, হাসিলে আজান বা একামত ভঙ্গ হইবে না।

মছআলাহ ঃ— আজান বা একামতের মধ্যে সামান্য কথা বলাও মকরুহ, এমনকি যদিও উহা উত্তম কথা হয়। যেমন, সালাম করা বা আলহামদু-লিল্লাহ ইত্যাদি। আর

---

* এই দোয়ার বন্ধনীর মধ্যবর্তী শব্দগুলি বোখারী শরীফ ভিন্ন অন্য হাদীছে উল্লেখ আছে. দোয়াটির অর্থ এই ঃ—হে খোদা। এই চরমোৎকর্ষ পরিপূর্ণ আহ্বানের ও তৎপরবর্তী নামাযের মালিক—তুমি (আমাদের প্রিয় নবী) মোহাম্মদ (দঃ)কে বেহেশতের ঐ বিশিষ্ট স্থানটি দান কর যাহা একমাত্র তাঁহারই জন্য বিশেষ ভাবে তৈরী হইয়াছে এবং তাঁহাকে শীর্ষস্থানের অধিকারী কর এবং ঐ মর্য্যাদাপূর্ণ পদ দান কর, যেই পদের অধিকারী সমস্ত মখলুকাতের প্রশংসাভাজন হইবে. এ বিষয়ে তুমি নিজেই অঙ্গীকারাবদ্ধ। তুমি কখনও অঙ্গীকার ভঙ্গ কর না।

কথার পরিমাণ বেশী হইলে আজান ও একামত ফাছেদ হইয়া যায়! ঐরূপ আজান বা একামত দোহরাইতে হইবে (ফয়জুল-বারী ২—১৬৯)।

কেহ সময় বলিয়া দিলে অন্ধ ব্যক্তি আজান দিতে পারে

৩৮০। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবীগণকে বলিতেন—বেলাল শেষ রাত্রে (তাহাজ্জুদের নামাযের আজান দিয়া থাকে, তাই রোযার সময় বেলালের আজান শুনিয়া পানাহার বন্ধ করিও না, যাবৎ ইবনে-উম্মে-মাকতুমের আজান না হয়। ইবনে-উম্মে-মাকতুম একজন অন্ধ ছাহাবী ছিলেন, তিনি ফজরের আজান দিয়া থাকিতেন। কোন ব্যক্তি যখন তাঁহাকে খবর দিত, ভোর হইয়াছে তখন তিনি আজান দিতেন।

ব্যাখ্যা ঃ—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় তাঁহার মসজিদে ফজরের পূর্বে রাত্রির শেষ ভাগে তাহাজ্জুদ নামাযের আজান দেওয়া হইত; এই উদ্দেশ্যে যে, যাঁহারা এখনও শুইয়া আছেন তাঁহারা সত্বর উঠিয়া কিছু তাহাজ্জুদ পড়িয়া লউন, ভোর হইতেছে। তাহাজ্জুদের এই আজান সাধারণতঃ বেলাল (রাঃ) দিয়া থাকিতেন। রোযার সময় ছেহ্‌রী খাইতে তাহাজ্জুদের আজান দ্বারা যেন বিভ্রান্তি না হয়, সেই জন্য রসুলুল্লাহ (দঃ) সকলকে সতর্ক করিয়াছেন।

ইমাম বোখারী (রঃ) এই হাদীছ দ্বারা আর একটি মছআলাহ প্রমাণ করিয়াছেন যে, ফজরের আজান ছোবহে-সাদেকের পূর্বে দেওয়া যায় না। কারণ, এই হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ছোবহে-সাদেকের পূর্বের আজান তাহাজ্জুদের আজান হইয়া থাকে। ঐ আজান ফজরের জন্য যথেষ্ট নহে, ফজরের জন্য পুনরায় ছোবহে-সাদেকের পর আজান দিতে হইবে।

আজান ও একামতের ব্যবধানের পরিমাণ

আজান ও একামতের মধ্যে কি পরিমাণ সময়ের ব্যবধান হওয়া চাই সে সম্পর্কে শরীয়তে পূর্ণ নির্দ্ধারিত কোন পরিমাণের বাধ্যবাধকতা নাই। বোখারী (রঃ)ও কোন নির্দ্ধারিত পরিমাণ উল্লেখ করেন নাই। আজান ও একামতের মধ্যে নামায পড়ার আদেশ বর্ণিত ৩৮২ নং হাদীছটি বর্ণনা করিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, আজান ও একামতের মধ্যে ব্যবধান হওয়া চাই।

তিরমিজী শরীফে জাবের (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীছে আছে, নবী (দঃ) বেলাল (রাঃ)কে আদেশ করিয়াছিলেন—আজান ও একামতের মধ্যবর্তী এই পরিমাণ সময়ের ব্যবধান রাখিও যাহাতে পানাহারে লিপ্ত ব্যক্তি পানাহার হইতে এবং মলমূত্র ত্যাগকারী তাহার প্রয়োজন হইতে অবসর হইয়া নামাযের জামাতে শামিল হইতে পারে।

অবশ্য মগরেবের আজান ও একামতের বিষয়টি উল্লিখিত হাদীছের মর্ম হইতে ভিন্ন। কারণ, আনাছ (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীছ যাহা ইমাম বোখারী (রঃ) এই পরিচ্ছেদেও উল্লেখ করিয়াছেন, হাদীছটির অনুবাদ "অন্যান্য সুন্নত নামায" পরিচ্ছেদে হইবে, উক্ত হাদীছে উল্লেখ আছে, "মাগরেবের নামাযের আজান ও একামতের মধ্যে অতি সামান্য ব্যবধান হইত।"

উক্ত হাদীছে যে উল্লেখ আছে—"কিছু সংখ্যক ছাহাবী মগরেব নামাযের ফরজের পূর্বে দুই রাকাত নফল নামায পড়িতেন" সে সম্পর্কে বলা হয়, আজান আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে তাঁহারা উহা আরম্ভ করিতেন। (ফতহুল-বারী, ২—৮৫)

এ সম্পর্কে ফেকাহশাস্ত্রের বিবরণ এইরূপ—আজান ও একামতের মধ্যে ব্যবধান না রাখিয়া লাগালাগি আদায় করা সর্বসম্মতরূপে মকরূহ। উভয়ের মধ্যে এই পরিমাণ ব্যবধান বাঞ্ছনীয় যাহাতে সর্বদার মোক্তাদীগণ উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু মগরেবের নামাযে আজান ও একামতের মধ্যে শুধু এতটুকু ব্যবধান রাখিবে যাহাতে কোরআন শরীফের ছোট ছোট তিনটি আয়াত তেলাওয়াত করা যায়। (শামী, ১—৩৬২)

আজানের পর ঘরে থাকিয়া একামতের অপেক্ষা করা যায়

৩৮১। **হাদীছ ঃ—** আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অভ্যাস ছিল—ফজর নামাযের ওয়াক্তে মোয়াজ্জেন আজান দিয়া ক্ষান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়াইতেন এবং ছোবহে-সাদেকের পরে ফজরের পূর্বেকার সংক্ষিপ্ত দুই রাকাত (সুন্নত) নামায পড়িতেন। তারপর মোয়াজ্জেন কর্তৃক একামতের জন্য তাঁহার নিকট না আসা পর্য্যন্ত তিনি ডান কাতের উপর আরাম করিয়া থাকিতেন।

ব্যাখ্যা ঃ—হযরত (দঃ) ফজরের আজানের পর পরই দুই রাকাত সুন্নত পড়িয়া নিতেন, অতঃপর ডান কাতে শুইতেন, কিন্তু এই শোয়া তাঁহার নির্দ্ধারিত অভ্যাস ছিল না। "ফজরের সুন্নতের পরে কথাবার্তা বলা বা আরাম করা" পরিচ্ছেদের হাদীছে আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত (দঃ) ফজরের সুন্নত পড়ার পর যদি আমি জাগ্রত থাকিতাম তবে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেন, আমি জাগ্রত না থাকিলে ডান কাতের উপর আরাম করিতেন। তদুপরি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই শয়ন মসজিদের মধ্যে কখনও হয় নাই।

প্রত্যেক আজান ও একামতের মধ্যে নফল পড়া ভাল

যে সমস্ত নামাযে ফরজের পূর্বে সুন্নত-মোয়াক্কাদা আছে—যেমন ফজর, জোহর ও জুমা এই ক্ষেত্রে ত আজান ও একামতের মধ্যে নামায নির্দ্ধারিত আছে। এতদ্ভিন্ন যে ওয়াক্তের পূর্বে কোন সুন্নত-মোয়াক্কাদা নাই; যেমন আছর ও এশা এই নামাযেও

ফরজের পূর্বে কিছু নফল নামায পড়া ভাল। মগরেবের ওয়াক্তে এই হুকুম পালনে কয়েকটি বাধাবিঘ্ন আছে বলিয়া ইমামগণের একটু মতভেদ আছে, ইহার বিবরণ "অন্যান্য সুন্নত নামায" পরিচ্ছেদে আসিবে।

৩৮২। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে মোগাফ্ফাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক আজান ও একামতের মধ্যবর্তী কিছু নামায পড়া উচিত। এই কথাটি পুনঃ পুনঃ তিনবার বলিয়া তৃতীয়বার বলিলেন, ইহা ইচ্ছাধীন। (অর্থাৎ সুন্নত-মোয়াক্কাদা নয়, কিন্তু পড়া ভাল।)

ছফরেও আজান দিয়া জামাতে নামায পড়া উচিত

৩৮৩। হাদীছ ঃ—মালেক ইবনে হোয়াইরেছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা এক গোত্রের কতিপয় লোক নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলাম, তথায় আমরা বিশ দিন কাটাইলাম। নবী (দঃ) বড়ই দয়ালু ও কোমল হৃদয়ের ছিলেন। তিনি অনুভব করিতে পারিলেন যে, আমরা পরিবার-পরিজনের প্রতি আগ্রহান্বিত হইয়া পড়িয়াছি; তখন তিনি নিজেই বলিলেন, তোমরা বাড়ী ফিরিয়া যাও। সেখানে লোক-দিগকে দ্বীন শিক্ষা দিও, নামাযের পাবন্দি করিও এবং আমাকে যেরূপ নামায পড়িতে দেখিয়াছ সেইভাবে নামায পড়িও। সর্বাবস্থায় নামাযের সময় উপস্থিত হইলেই একজনে আজান দিও এবং সর্বাধিক উপযুক্ত বা বয়স্ক ব্যক্তিকে ইমাম বানাইয়া নামায আদায় করিও।

৩৮৪। হাদীছ ঃ— মালেক ইবনে হোয়াইরেছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, দুই ব্যক্তি সফরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল। হযরত (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন—তোমরা সফরে বাহির হইলে পর যখন নামাযের ওয়াক্ত হইবে তখন যে কোন একজন আজান ও একামত বলিবে এবং যে বেশী উপযুক্ত বা বেশী বয়স্ক তাহাকে ইমাম বানাইয়া জমাতে নামায আদায় করিবে।

৩৮৫। হাদীছ ঃ—ইবনে ওমর (রাঃ) একদা তুফান ও ভয়ঙ্কর শীতের রাত্রে নামাযের আজান দিলেন; আজান শেষে ইহাও বলিলেন যে, সকলে নিজ নিজ স্থানেই নামায পড়ুন। অতঃপর তিনি বর্ণনা করিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছফর অবস্থায় ভীষণ শীত বা বৃষ্টিপাতের রাত্রেও মোয়াজ্জেনকে আদেশ করিতেন, আজান দিতে এবং (সকলে একত্র হওয়া কষ্টকর, তাই) আজানের পর ইহাও বলিতে আদেশ করিতেন যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে নামায পড়িয়া নেও।

ব্যাখ্যা ঃ—আজানের মধ্যে "হাইয়্যা-আলাছ্ছালাহ"—নামাযের প্রতি আস; "হাইয়্যা-আলাল্‌ফালাহ"—(দ্বীন-দুনিয়ার) মঙ্গল ও কল্যাণের (তথা) নামাযের প্রতি আস; বিশেষ আদেশ রহিয়াছে। এই আদেশ মোয়াজ্জেনের মুখ হইতে নিসৃত, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে বিঘোষিত। আল্লার বান্দাগণ এই আহ্বান ও আদেশ

শুনিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, ছাহাবীদের যামানার মোসলমানদের অবস্থা এইরূপই ছিল। উহার পরিপ্রেক্ষিতে ভীষণ শীত ও বৃষ্টিপাতের রাত্রে উক্ত আদেশ ও আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে হযরত (দঃ) জনগণের অধিক কষ্ট লাঘবের জন্য আল্লার আদেশ ও আহ্বানের ঘোষণাকারী ঐ মোয়াজ্জেনের মুখে আদেশ করিতেন যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানেই নামায পড়িয়া নেও।

আজান দিবার সময় মুখ উভয় দিকে ঘুরাইবে

বেলাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি আজান দেওয়ার সময় কানে আঙ্গুল দিতেন। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) এরূপ করিতেন না।

তাবেয়ী আ'তা (রঃ) বলেন, আজান অজু অবস্থায় দেওয়া সুন্নত ও আবশ্যক। তাবেয়ী ইব্রাহীম (রঃ) বলেন, বিনা অজুতে আজান দিলে ঐ আজান পুনঃ দিতে হইবে না; হাদীছে প্রমাণিত আছে, আল্লার জেকর সর্বাবস্থায়ই করা যায়, অজুহীন অবস্থায়ও করা যায়।

৩৮৬। হাদীছঃ— (নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লমের মোয়াজ্জেন—) বেলাল রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে আজান দিবার সময় মুখ এদিক ওদিক করিতে দেখা যাইত।

নামাযে শরীক হইবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া আসিবে না

৩৮৭। হাদীছঃ—আবু কাতাদাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়িতেছিলাম; নামাযরত অবস্থায় তিনি কিছু লোকের ছুটাছুটির শব্দ অনুভব করিলেন। নামাযান্তে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি করিতেছিলে? তাহারা আরজ করিল, আমরা নামাযের জন্য তাড়াতাড়ি আসিতেছিলাম। নবী (দঃ) বলিলেন, এরূপ কখনও করিও না। শান্তি, শৃঙ্খলা ও ধীরস্থিরভাবে নামাযের জন্য আসিবে, তাহাতে যে কয় রাকাত ইমামের সঙ্গে পাওয়া যায় পড়িয়া লইবে, আর যাহা ছুটিয়া যায় উহা ইমামের নামাযের পরে পুরা করিয়া লইবে।

৩৮৮। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, একামত শুনিয়া ছুটাছুটি করিয়া আসিবে না; শান্তি শৃঙ্খলা ও গাম্ভীর্যের সহিত নামাযে আসিবে। (ইমামের সঙ্গে নামায) যতটুকু পাইবে পড়িবে, আর যাহা ছুটিয়া গিয়াছে উহা পরে পূরণ করিবে। (অবশ্য একামতের পূর্বেই জমাত স্থলে উপস্থিত থাকা চাই।)

মছআলাহঃ—বিশিষ্ট তাবেয়ী হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, এইরূপ বলা মকরূহ যে—"আমার নামায ছুটিয়া গিয়াছে" বরং এইরূপ বলিবে "আমি নামায ধরিতে পারি নাই।"

ব্যাখ্যাঃ—উক্ত মছআলার উদ্দেশ্য বাক্য আওড়ানো নহে, বরং ইহার উদ্দেশ্য প্রথমতঃ এই যে, নামাযের প্রতি প্রত্যেক মোসলমানের সর্বদা তৎপর ও সচেষ্ট থাকা চাই, মুহূর্তের জন্যও নামাযের প্রতি বিন্দুমাত্র শৈথিল্য আসা চাই না। "ছুটিয়া গিয়াছে" বাক্যের

মধ্যে এইভাব প্রকাশ পায় যে, পূর্ণ মাত্রায় লক্ষ্য না রাখায় বা অসাবধানতায় নামায হাত ছাড়া হইয়াছে। নামাযের প্রতি এইভাব বড়ই জঘণ্য। "ধরিতে পারি নাই" বাক্যে প্রকাশ পায় যে, সচেষ্ট থাকা সত্বেও কৃতকার্য হইতে পারি নাই। কোন মোসলমানের কোন নামায কাজা হইলে তাহা এই পর্য্যায়েরই হইতে পারে ; প্রথম পর্য্যায়ের কখনও হওয়া চাই না।

আলোচ্য মছআলার উদ্দেশ্য দ্বিতীয়তঃ এই যে, নামাযের প্রতি কার্য্যতঃ শৈথিল্য ও অবহেলা ত হওয়াই চাই না, কথায়ও ঐরূপ ভাব থাকা চাই না। কোন নামায কাজা হইলে উহার উক্তিও এমন বাক্যে করিবে যাহাতে নামাযের প্রতি শৈথিল্য ও অবহেলা-ভাবের আঁচও না থাকে।

ইমাম বোখারী (রঃ) আলোচ্য মছআলাহটি উল্লেখ পূর্বক বলিয়াছেন, কোন প্রকার অবাঞ্ছিত ভাব প্রকাশ পাইতে পারে এরূপ ক্ষেত্র ভিন্ন সাধারণভাবে ঐরূপ বাক্য ব্যবহৃত হইতে পারে। যেমন আলোচ্য পরিচ্ছেদে জমাতের সহিত রাকাত ছুটিয়া যাওয়ার মছআলাহ বর্ণনা করা ক্ষেত্রে বলা হইয়াছে।

মোক্তাদি নামায আরম্ভের জন্য কোন্ সময় দাঁড়াইবে?

৩৮৯। হাদীছ :—আবু কাতাদাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবীগণকে বলিতেন, একামত বলা হইলেও যাবৎ আমাকে হুজরাখানা হইতে বাহির হইয়া আসিতে না দেখ তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াইয়া থাকিও না, শান্তভাবে অপেক্ষা করিতে থাক।

মছআলাহ :— ইমাম যদি একামতের পূর্বে মসজিদের বাহিরে থাকেন এবং নামায আরম্ভের সময় হইলে মসজিদে প্রবেশ করেন তবে ইমাম মসজিদে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই মোক্তাদীগণ দাঁড়াইয়া যাইবে। আর যদি ইমাম প্রথম হইতেই নিজ মোছাল্লায় বিদ্যমান থাকেন তবে ইমাম দাঁড়াইবার সঙ্গেই মোক্তাদীগণ দাঁড়াইবে। ইহা উত্তম নিয়ম বটে, কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম করিলে গোনাহ হইবে না (ফয়জুলবারী ২—১৭৮)। অবশ্য ইমাম নামায আরম্ভ করিলে সঙ্গে সঙ্গেই মোক্তাদীগণের নামায আরম্ভ করিতে হইবে এবং নামাযের কাতার ইহার পূর্বেই পূর্ণ ও সোজা করিতে হইবে, অতএব এই সব কাজের পরিমাণ সময় লইয়াই মোক্তাদীগণকে দাঁড়াইতে হইবে। স্মরণ রাখিবে—ইমাম নামায আরম্ভ করিলে তথায় কোন প্রকার শব্দ করা নাজায়েয, অথচ কাতার পূর্ণ ও সোজা করিতে পরস্পর কথা বলা স্বাভাবিক।

মছআলাহ :— ইমাম যদি মোক্তাদীগণকে তাঁহার অপেক্ষা করার জন্য বলেন তবে মোক্তাদীগণ অপেক্ষা করিবে (৮৯ পৃঃ ১৯৩ হাঃ)। অর্থাৎ ইমামের এতটুকু মর্য্যাদা ও প্রাধান্য থাকা চাই; এরূপ ক্ষেত্রে ইমামের প্রতি কটাক্ষ বা বিরূপ ভাব প্রকাশ করা চাই না।

মছআলাহ :— মসজিদে আসিয়া বিশেষ প্রয়োজনে নামাযের পূর্বে মসজিদ হইতে বাহিরে যাওয়া জায়েয আছে (৮৯ পৃ: ১৯৩ হা:)।

একামত হওয়ার পর ইমাম দরকারী কাজ করিতে ও দরকারী কথা বলিতে পারেন

৩৯০। হাদীছ :—আনাছ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এশার নামাযের একামত বলা হইল, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামাযে আসিতেছিলেন, এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল; তিনি তাহার সহিত মসজিদের এক কিনারায় জরুরী আলাপে মশগুল হইলেন। নামায আরম্ভে এত বিলম্ব হইল যে, মোক্তাদীগণের তন্দ্রা আসিয়া গেল।

মছআলাহ :— একামতের পরে নামায আরম্ভ করিতে বিলম্ব যদি সামান্য হয় তবে একামত পুন: বলিতে হইবে না। আর যদি বিলম্ব বেশী হয় তবে নামায আরম্ভের পূর্বে পুন: একামত বলিতে হইবে (ফয়যুলবারী ২—১৮৯)।

জমাতের সহিত নামায পড়া ওয়াজেব

হাছান বছরী (র:) বলিয়াছেন, কাহারও মাতা আদর করিয়া তাহাকে এশার জমাতে আসিতে নিষেধ করিলে ঐ নিষেধ তাহার অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

৩৯১। হাদীছ :— আবু হোরায়রা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শপথ করিয়া বলেন, আমার এরূপ ইচ্ছা হয় যে, আজানের পর কাহাকেও ইমাম বানাইয়া নামায আরম্ভ করিবার আদেশ দেই এবং আমি ঐ সমস্ত লোকদের বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করি যাহারা নামাযের জমাতে শরীক হয় নাই এবং কাহারও দ্বারা জ্বালানি কাঠ আনাইয়া ঐ ব্যক্তিগণ ঘরে থাকাবস্থায় তাহাদের বাড়ী ঘরে আগুন লাগাইয়া দেই। হযরত রসুলুল্লাহ (দ:) ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলেন, খোদার কসম—বহুলোক এমনও আছে যে, সামান্য কিছু শীরনী পাওয়ার আশা থাকিলে তাহারা রাত্রিকালে এশার সময়ও মসজিদে আসিতে কুণ্ঠিত হয় না। (কিন্তু জমাতের প্রতি ততটুকু আকৃষ্টও হয় না)।

জমাতের সহিত নামাযের ফজিলত

আছওয়াদ (র:) নামক তাবেয়ী এক মসজিদে জমাত না পাইলে অন্য মসজিদে যাইয়া জমাত পাইবার চেষ্টা করিতেন।

আনাছ (রা:) একদা এক মসজিদে আসিয়া দেখিলেন, জমাত হইয়া গিয়াছে (তাঁহার সঙ্গে একদল লোক ছিল) তিনি আজান দিয়া, একামত বলিয়া জমাতে নামায আদায় করিলেন।

মছআলাহ :— যে মসজিদ কোন বস্তিতে অবস্থিত নহে—যেমন, বস্তি হইতে পৃথক কোন পথের ধারে অবস্থিত মসজিদ কিম্বা সাপ্তাহিক হাট বা সাময়িক বাজারে অবস্থিত মসজিদ—যাহার সংলগ্নে মুছল্লীগণ বসবাসকারী বা অবস্থানকারী হয় না, বরং যাতায়াত

পথে বা সমাবেশ সময়ে লোকেরা পর পর আসিতে থাকে এবং নামায পড়িতে থাকে। এইরূপ মসজিদে যখনই একদল লোক নামাযের জন্য উপস্থিত হইবে তাহাদের পক্ষে আজান ও একামতের সহিত জমাতে নামায পড়া উত্তম হইবে (শামী, ১—৫১৬)।

৩৯২। হাদীছ :— عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلٰوةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً

অর্থ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, জমাতের নামায একাকী নামায অপেক্ষা সাতাইশ গুণ বেশী ছওয়াব রাখে।

৩৯৩। হাদীছ :— عن ابى صالح سمعت ابا هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِى الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ

عَلٰى صَلَاتِهٖ فِىْ بَيْتِهٖ وَفِىْ سُوْقِهٖ خَمْسَةً وَّعِشْرِيْنَ ضِعْفًا وَذٰلِكَ اَنَّهٗ

اِذَا تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهٗ اِلَّا الصَّلٰوةُ

لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً اِلَّا رُفِعَتْ لَهٗ بِهَا دَرَجَةٌ وَّحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ فَاِذَا صَلّٰى

لَمْ تَزَلِ الْمَلٰئِكَةُ تُصَلِّىْ عَلَيْهِ مَادَامَ فِىْ مُصَلَّاهُ - اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ

ارْحَمْهُ وَلَا يَزَالُ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ مَا انْتَظَرَ الصَّلٰوةَ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঘরে বা দোকানে নামায পড়া হইতে (মসজিদের) জমাতে নামায পড়া (অতিরিক্ত) পঁচিশ গুণ বেশী ছওয়াবের পাত্র। কারণ, যখন কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করিয়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়, একমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া মসজিদের দিকে চলিতে থাকে তখন তাহার প্রত্যেকটি পদক্ষেপে এক একটি গোনাহ মাফ হইয়া যায় এবং এক একটি মর্তবা বাড়ান হয়। তারপর সে যখন নামায পড়ে, (এমনকি নামাযান্তে যাবৎ নামায স্থানে বসিয়া থাকে,) ফেরেশতাগণ তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকেন—"হে খোদা! তাহার গোনাহ মাফ কর, হে খোদা! তাহার উপর রহমত নাযেল কর" এবং সেই ব্যক্তি নামাযের জন্য যত সময় অপেক্ষায় থাকে—একমাত্র নামাযই তাহাকে বাড়ী চলিয়া আসা হইতে বাধা দিয়া রাখিয়াছে; তাহার জন্য ঐ সম্পূর্ণ সময় নামাযের মধ্যে গণ্য করা হয়।

৩৯৪। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, জমাতের নামাযের ছওয়াব একাকী নামায অপেক্ষা (অতিরিক্ত) পঁচিশ গুণ বেশী।

৩৯৫। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, জমাতের নামাযে একাকী নামাযের তুলনায় (অতিরিক্ত) পঁচিশ গুণ বেশী ছওয়াব হয়। তিনি আরও বলিয়াছেন, জাগতিক কার্য্য পরিচালনার জন্য আল্লাহ তায়ালা একদল ফেরেশতা দিনের বেলা ও অন্য একদল রাত্রি বেলা পাঠাইয়া থাকেন। উভয় দলই ফজরের সময় ভূ-পৃষ্ঠে একত্রিত হইয়া থাকেন।

কোরআন শরীফে আছে--ان قران الفجر كان مشهودا "ফজর নামাযের সময় ফেরেশতাগণ (উভয় দল ভূপৃষ্ঠে) একত্র হইয়া থাকেন।" (অতএব ফজরের নামায জমাতে পড়ায় বিশেষভাবে তৎপর হওয়া চাই)।

৩৯৬। হাদীছ ঃ—عن ابى موسى قال النبى صلى الله عليه وسلم

اَعْظَمُ النَّاسِ اَجْرًا فِى الصَّلٰوةِ اَبْعَدُهُمْ فَاَبْعَدُهُمْ مَمْشًى وَالَّذِىْ يَنْتَظِرُ الصَّلٰوةَ حَتّٰى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْاِمَامِ اَعْظَمُ اَجْرًا مِّنَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ ثُمَّ يَنَامُ -

অর্থ—আবু মুছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে যত বেশী দূর হইতে মসজিদে আসিবে, সে তত বেশী ছওয়াবের অধিকারী হইবে। মসজিদে আসিয়া যে ব্যক্তি ইমামের সহিত নামায পড়ার অপেক্ষায় থাকে, সে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক ছওয়াবের অধিকারী যে (মসজিদে) একাকী নামায পড়িয়া বাড়ী যাইয়া শুইয়া থাকে।

প্রখর রৌদ্রে জোহরের নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়ার ফজিলত

৩৯৭। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—একদা এক ব্যক্তি রাস্তা অতিক্রম করিয়া যাইতেছিল। সে দেখিল, কাঁটাযুক্ত গাছের একটি ডাল রাস্তার উপর পড়িয়া আছে, সে উহা অপসারিত করিয়া দিল। আল্লাহ তায়ালা তাহার এই কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে প্রতিফল দান করিলেন যে, তাহার সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিলেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আরও বলিয়াছেন—

اَلشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ اَلْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْغَرِيْقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ

وَالشَّهِيْدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

"শহীদ পাঁচ প্রকার। (১) প্লেগ—মহামারীতে মৃত। (২) কলেরা—উদরাময়ে মৃত। (৩) পানিতে ডুবিয়া মৃত। (৪) চাপা পড়িয়া মৃত। (৫) আল্লার রাস্তায় জীবন উৎসর্গকারী নিহত।*

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আরও বলিয়াছেন, মানুষ যদি জানিত, আজান দেওয়ার ও জমাতের প্রথম সারিতে দাঁড়ান কত ছওয়াব, তবে লটারি করিয়া হইলেও উহার সুযোগ হাসিল করিত। আরও যদি জানিত, প্রখর রৌদ্রে জোহরের নামাযের জন্য মসজিদে আসায় কি ছওয়াব, তবে নিশ্চয় উহার জন্য তৎপর হইত। আরও যদি জানিত, এশা ও ফজরের জন্য মসজিদে আসায় কি ছওয়াব, তবে সকলেই হামাগুড়ি দিয়া হইলেও মসজিদে আসিত।

মসজিদে আসিতে প্রতি পদে ছওয়াব লেখা হয়

অর্থাৎ—বাসস্থান মসজিদ হইতে দুরে হইলেও মসজিদে উপস্থিত হওয়া চাই, মসজিদের প্রতি যত বেশী পদক্ষেপ হইবে তত বেশী ছওয়াব লেখা হইবে।

৩৯৮। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বনী-ছালেমা নামক গোত্রের বাসস্থান মদীনার শহরতলীতে ছিল। তাহারা সেখান হইতে উঠিয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটবর্তী বাসস্থান তৈরী করার ইচ্ছা করিল। নবী (দঃ) মদীনার শহরতলী জনশূন্য থাকা অপছন্দ করিলেন; তাই তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা যে, শহরতলী হইতে আল্লার মসজিদে নামায পড়িতে আসিয়া থাক এই দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য পদে পদে ছওয়াব লেখা হয়, ইহার প্রতি লক্ষ্য কর। (মসজিদের সংলগ্ন বসবাস করিলে এই পর্য্যায়ের ছওয়াব হারাইতে হইবে)। তখন তাহারা তাহাদের বস্তিতেই থাকিয়া গেল।

এশা ও ফজরের জমাতে হাজির হওয়ার তাকিদ

৩৯৯। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোনাফেকদের উপরই ফজর এবং এশা (নামাযের জমাতে উপস্থিত হওয়া) সর্বাপেক্ষা ভারী। (কারণ, ইহা অধিক কষ্ট সাপেক্ষ; আর ছওয়াবের উদ্দেশ্য ত তাহাদের নাই।) লোকেরা যদি ফজর ও এশার জমাতের ফজিলত জানিত তবে হামাগুড়ি দিয়া হইলেও এই নামাযদ্বয়ের জমাতে হাজির হইত।

ইমামের সঙ্গে একজন মোক্তাদী হইলেই জমাত গণ্য হইবে

অর্থাৎ একজন ইমাম ও একজন মোক্তাদী—এই দুই জনের সমষ্টিই জমাত গণ্য হইবে এবং ইহাদের জমাতের অতিরিক্ত ছওয়াব হাসিল হইবে। এই প্রসঙ্গে ইমাম বোখারী (রঃ) ৩৮৪ নং হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন এই মর্মে একখানা স্পষ্ট হাদীছও বর্ণিত

---

* তৃতীয় খণ্ডে "জেহাদ ব্যতিরেকে শাহাদতের সওয়াব" পরিচ্ছেদে আল্লার রাস্তায় জীবন উৎসর্গকারী ছাড়া ২১ প্রকার শহীদের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

আছে। নবী (দঃ) দেখিলেন, এক ব্যক্তি একা নামায আরম্ভ করিয়াছে। তখন নবী (দঃ) বলিলেন, কেহ আছে যে এই ব্যক্তির উপকার করে, তথা তাহার সঙ্গে নামায পড়ে? সেমতে এক ব্যক্তি দাঁড়াইল এবং ঐ লোকটির সহিত নামায পড়িল। হযরত (দঃ) বলিলেন, এই দুই জনে জমাত হইয়াছে। (ফতহুল বারী ২—১১২)

মসজিদে নামায পড়া এবং নামাযের অপেক্ষায় মসজিদে বিলম্ব করা

৪০০। হাদীছ :- عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ اَلْاِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَاَ فِىْ عِبَادَةِ رَبِّهٖ وَرَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ اِخْفَاءً حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهٗ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهٗ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, কেয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে যখন আল্লার (রহমতের) ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়ার ব্যবস্থা থাকিবে না তখন সাত প্রকার মানুষকে আল্লাহ তায়ালা ছায়া দান করিবেন—(১) ন্যায় পরায়ণ শাসনকর্তা। (২) যে যুবক যৌবনের (ঢেউ-এর) মধ্যেও আল্লার বন্দেগী ও গোলামীতে উন্নতি করিয়া চলিয়াছে। (৩) ঐ ব্যক্তি যাহার মন মসজিদের সঙ্গে বা নামাযের ওয়াক্তের সঙ্গে লটকানো থাকে—তাহার মন ব্যস্ত থাকে যে, কখন নামাযের সময় উপস্থিত হইবে এবং সে মসজিদে যাইয়া নামায পড়িবে। (৪) ঐ দুই ব্যক্তি যাহাদের মধ্যে ভালবাসার সৃষ্টি হইয়াছে একমাত্র আল্লার ভালবাসার দরুন, অর্থাৎ তাহারা প্রত্যেকেই আল্লাহকে ভালবাসে বলিয়া তাহাদের উভয়ের মধ্যেও ভালবাসার সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—এমন খাঁটী ভালবাসা যে, সাক্ষাতে ও অসাক্ষাতে সর্বদাই সেই ভালবাসা স্থায়ীভাবে থাকে। (৫) ঐ ব্যক্তি যাহাকে কোন একটি উচ্চবংশীয়া পরমা সুন্দরী যুবতী স্বয়ং আকৃষ্ট করিয়াছে ও ডাকিয়াছে, কিন্তু সে উত্তরে বলিয়াছে, আমি খোদাকে ভয় করি। (৬) ঐ ব্যক্তি যে আল্লার রাস্তায় দান-খয়রাত গোপনভাবে করে—তাহার

ডান হাত যাহা করিয়াছে, বাম হাত উহা জানিতে পারে নাই। ঐ ব্যক্তি যে একাকী খোদাকে স্মরণ করে এবং (ভয় বা মহব্বতে) তাহার চক্ষুদ্বয় অশ্রু বহায়।

পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় বিষয়টির জন্য ৩৯৩ নং হাদীছ উল্লেখ হইয়াছে।

সকালে-বিকালে মসজিদে যাওয়ার ফজিলত

৪০১। **হাদীছঃ**— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ اَوْرَاحَ اَعَدَّ اللهُ

لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ - كُلَّمَا غَدَا اَوْرَاحَ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলা বা বিকাল বেলা মসজিদে যায় আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য প্রতি সকাল-বিকালের এই পরিশ্রমের প্রতিফলে বেহেশতের মধ্যে নিমন্ত্রণ-সামগ্রী তৈরী করিয়া রাখেন।

ফরজ নামাযের একামত হইলে সুন্নত বা নফল আরম্ভ করিবে না।

৪০২। **হাদীছঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে বোহায়না (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফজরের নামাযের একামত হইলে এক ব্যক্তিকে ভিন্ন নামায পড়িতে দেখিলেন। (ঐ ব্যক্তি ফজরের দুই রাকাত সুন্নত পড়িতেছিল)। নামাযান্তে যখন সকলে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটবর্তী ঘিরিয়া বসিল তখন হযরত (দঃ) ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন, ফজরের (ফরজ) নামায কি চারি রাকাত হয়?

অর্থাৎ একামতের পর ফরজ ভিন্ন অন্য নামায পড়া যায় না, তুমি ভিন্নভাবে দুই রাকাত ও জমাতে দুই রাকাত পড়িয়াছ; তুমি কি ফজরের ফরজ চার রাকাত পড়িলে?

ব্যাখ্যাঃ—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ভালরূপেই জানিতেন যে, সে ভিন্নভাবে যে নামায পড়িয়াছে উহা ফজরের ফরজ নহে, কিন্তু ফরজ নামাযের একামত হইবার পর জমাতের সংলগ্ন স্থানে অন্য কোন প্রকার নফল বা সুন্নত নামায পড়া নিষিদ্ধ। ঐ ব্যক্তি এই মছআলার ব্যতিক্রম করিয়া একামতের পর জমাতের সংলগ্ন স্থানে সুন্নত আরম্ভ করায় ক্ষোভ প্রকাশ স্বরূপ রসুলুল্লাহ (দঃ) উহার প্রতি এই উক্তি করিয়াছিলেন।

মছআলাহঃ—ফজর ভিন্ন অন্য কোন নামাযের সুন্নত, এমনকি জোহরের পূর্বে যে চার রাকাত সুন্নতে-মোয়াক্কাদা আছে উহাও জমাত আরম্ভ হওয়ার পূর্বে শেষ করার মত সময় না থাকিলে আরম্ভ করিবে না। তদ্রূপ জুমার ফরজের পূর্বে চার রাকাত সুন্নতে-মোয়াক্কাদাও খোৎবার আজানের পূর্বে শেষ করার মত সময় না থাকিলে আরম্ভ করিবে না।

জমাতের সহিত ফরজ নামায আদায় করিয়া ঐ সুন্নত পড়িবে। কিন্তু ফজরের ফরজের পূর্বে দুই রাকাত সুন্নত অতি উচ্চ পর্যায়ের সুন্নতে-মোয়াক্কাদা। কোন কোন ইমাম উহাকে ওয়াজেব বলিয়াছেন। সেমতে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) শুধু ফজরের সুন্নতের জন্য এতটুকু স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রাখিয়াছেন যে, ফজরের জমাত আরম্ভ হওয়ার পরও যদি আশা করা যায় যে, সুন্নত পড়িয়া জমাতে শরীক হওয়া যাইবে তবে সুন্নত পড়িয়া লইবে। কিন্তু জমাতের সংলগ্ন স্থান হইতে যথাসম্ভব দূরে সুন্নত পড়িবে, নতুবা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ক্ষোভের পাত্র সাব্যস্ত হইবে। যদি দেখা যায় যে, সুন্নত পড়িলে জমাত শেষ হইয়া যাইবে তবে সুন্নত না পড়িয়া জমাতে শরীক হইবে এবং সূর্য্য উদয়ের পর ঐ সুন্নত পড়িবে।

কিরূপ অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও জমাতে শামিল হওয়া উচিত

৪০৩। **হাদীছ ঃ**—বিশিষ্ট তাবেয়ী আছওয়াদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট বসিয়া নামাযের গুরুত্ব ও উহার প্রতি তৎপরতার বিষয় আলোচনা করিতেছিলাম। তখন তিনি বলিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অন্তিম রোগে আক্রান্ত হইবার পর একদিন যখন নামাযের সময় উপস্থিত হইল এবং আজান দেওয়া হইল তখন বেলাল (রাঃ) আসিয়া তাঁহাকে নামাযের খবর দিলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা আবু বকরকে জমাতে নামায পড়াইয়া দিবার জন্য বল।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, তিনি (আবু বকর) অত্যন্ত কোমল হৃদয় মানুষ; যখনই তিনি আপনার স্থলে ইমামতির জায়গায় দাঁড়াইবেন, তখনই তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে অস্থির হইয়া পড়িবেন; মোক্তাদীদিগকে ছুরা-কেরাত কিছুই শুনাইতে পারিবেন না। যদি আপনি ওমর (রাঃ)কে নামায পড়াইবার আদেশ করেন তবে ভাল হয়। রসুলুল্লাহ (দঃ) এ সমস্ত ওজর-আপত্তি না শুনিয়া পুনরায় ঐ আদেশই করিলেন যে, তোমরা আবু বকরকে নামায পড়াইবার জন্য বল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি হাফসাহ (রাঃ)কে* বলিলাম, আপনি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলুন যে, আবু বকর অতি নরম দেল মানুষ, তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্থানে দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া অস্থির হইবেন; যদি ওমরকে নামায পড়াইবার আদেশ করেন তবে ভাল হয়। হাফসাহ (রাঃ)ও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ঐ অনুরোধ জানাইলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় আদেশের বিপরীত পুনঃ পুনঃ ঐ উক্তি শুনিয়া বিরক্তি প্রকাশ পূর্বক পুনরায় ঐ কথাই বলিলেন, আবু বকরকে বল, জমাত পড়াইবার জন্য। (আবু বকর জমাত আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং কয়েক ওয়াক্ত নামায তাঁহার ইমামতিতে পড়া হইল।) অতঃপর একদা আবু বকরের ইমামতিতে নামায আরম্ভ হওয়ার পর হযরত (দঃ) একটু সুস্থতা অনুভব করিলেন এবং

---

* উম্মুল-মোমেনীন হাফছাহ (রাঃ) ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কন্যা; হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একজন বিশিষ্টা পত্নী ছিলেন।

দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর করিয়া জমাতে শরীক হওয়ার জন্য মসজিদের দিকে অগ্রসর হইলেন। (তিনি এতই দুর্বল ছিলেন যে, পা উঠাইয়া চলার শক্তি ছিল না,) তাঁহার পা দুইটি মাটির উপর হেঁচড়াইয়া যাইতেছিল। এই অবস্থায় তিনি মসজিদে উপনীত হইলেন। আবু বকর (রাঃ) ইমামতী করা অবস্থায়ই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আগমনের আভাস পাইয়া ইমামের স্থান ছাড়িয়া পেছনের দিকে সরিয়া আসিতে লাগিলেন।× রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে পূর্বাবস্থায় থাকিবার ইশারা করিলেন এবং তিনি আবু বকরের বাম পার্শ্বে আসিয়া নামায আরম্ভ করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) ইমাম হইলেন, আবু বকর তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া মোকাব্বের হইলেন, এইরূপে সকলে নামায আদায় করিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছের আরও বিস্তারিত বিবরণ মোসলেম শরীফের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মৃত্যু শয্যায় যখন তাঁহার অসুস্থতা চরমে পৌঁছিয়া গেল, তখন একদা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, জমাত শেষ হইয়া গিয়াছে কি? আমরা বলিলাম, এখনও জমাত হয় নাই। সকলেই আপনার অপেক্ষায় আছে। তখন তিনি বলিলেন, আমার জন্য টবের মধ্যে পানি রাখ। পানি রাখা হইলে তিনি একটু সুস্থিরতা হাসিলের আশায় গোসল করিলেন এবং জমাতে যাওয়ার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহার মাথায় চক্র আসিয়া বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার হুঁশ ফিরিয়া আসিলে তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, জমাত হইয়া গিয়াছে কি? আমরা বলিলাম, সকলেই আপনার অপেক্ষায় আছে। তিনি পুনরায় ঐরূপ গোসলের ব্যবস্থা করিলেন এবং গোসল করিয়া জমাতে যাওয়ার জন্য দাঁড়াইবা-মাত্র বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। এইরূপে তিনি পুনঃ পুনঃ তিন বার জমাতে যাওয়ার চেষ্টা করিলেন। প্রত্যেকবারেই তিনি বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলেন, তাই চতুর্থবার তিনি আবু বকরকে নামায পড়াইবার আদেশ দিয়া পাঠাইলেন।

খাবার উপস্থিত, জমাতও আরম্ভ তখন কি করিবে?

এই বিষয়ে মোটামুটি মছআলাহ এই যে, যদি বিশেষ ক্ষুধা না থাকে এবং খাওয়ার প্রতি এরূপ আকর্ষণ না থাকে যাহাতে নামাযের অবস্থায় মন উহার প্রতি ধাবিত হয় তবে খাওয়ায় লিপ্ত না হইয়া জমাতে শরীক হইবে। নতুবা প্রথমে খাবার গ্রহণ করিবে তারপর একাগ্রচিত্তে নামায পড়িবে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এরূপ অবস্থায় প্রথমে খাবার গ্রহণ করিতেন।

× আবু বকর (রাঃ) ইমাম হইয়া নামায আরম্ভ করার পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আসিয়া ঐ নামাযের ইমাম হইলেন, আবু বকর মোক্তাদী হইয়া গেলেন। এরূপ করা একমাত্র রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্যই খাছ ছিল।

আবু দর্দা (রাঃ) নামক বিশিষ্ট ছাহাবী বলেন—মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এই যে, নামাযের পূর্বে তাহার সমস্ত প্রয়োজন হইতে অবসর হইয়া মনকে সমস্ত ধ্যান ও আকর্ষণ হইতে মুক্ত করতঃ একাগ্রচিত্তে নামাযে মগ্ন হয়।

৪০৪। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন রাত্রিকালে খাবার উপস্থিত হয় এবং এদিকে নামাযের একামত বলা হয়, তখন প্রথমে খাবার গ্রহণ কর। (এই হাদীছের তাৎপর্য্য উপরে বর্ণিত হইয়াছে)।

৪০৫। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যদি কোন সময় রাত্রের আহার উপস্থিত করা হয় (এবং ক্ষুধার কারণে উহার প্রতি মন আকৃষ্ট হয়) তবে প্রথমে আহার গ্রহণ কর; যদিও (এরূপ ঘটনা) মগরেবের নামায পড়ার পূর্বে হয়। আহারের পূর্বে তাড়াহুড়া (করিয়া নামায আদায়) করিও না।

৪০৬। **হাদীছ ঃ**— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যদি কাহারও রাত্রের আহার সম্মুখে রাখা হয় এবং ঐ সময় নামাযের জমাত আরম্ভ হয় তবে সে প্রথমে রাত্রের আহার গ্রহণ করিবে। আহার গ্রহণ না করিয়া নামাযের জন্য তাড়াহুড়া করিবে না, যাবৎ না আহার গ্রহণ হইতে অবসর হয়। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবীর এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে যে, তাঁহার জন্য খানা উপস্থিত করা হইয়াছে, ঐ সময় নামাযের জমাতও দাঁড়াইয়াছে—এমতাবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আহার গ্রহণ হইতে অবসর না হইয়া জমাতে আসেন নাই, অথচ (নামাযের জমাত এত নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল যে,) তিনি ইমামের কেরাত-শব্দ শুনিতেছিলেন।

এখানে ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত এই হাদীছও আছে যে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, কেহ খাওয়া আরম্ভ করিলে আবশ্যক পরিমাণ পূর্ণ না খাইয়া উঠিবে না, যদিও নামাযের জমাত আরম্ভ হয়।

সাংসারিক কাজের জন্য জমাত ছাড়িবে না

৪০৭। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় ঘরের কাজ কর্মে লিপ্ত হইতেন, যখনই নামাযের সময় উপস্থিত হইত, তখন তিনি সমস্ত কাজ-কর্ম ছাড়িয়া নামাযের জন্য চলিয়া যাইতেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—উল্লিখিত পরিচ্ছেদদ্বয়ের বিভিন্ন হাদীছসমূহের সমষ্টি দৃষ্টে মছআলাহ এই সাব্যস্ত হয় যে, মানবীয় প্রয়োজন কোন বিষয়ের তাকিদে মনের আকর্ষণ অন্য দিকে ধাবমান হইলে নামাযের পূর্বে সেই প্রয়োজন মিটাইয়া নেওয়া চাই; যদিও তাহাতে জমাত ছুটিয়া যায়। যেমন পেটে ক্ষুধা রহিয়াছে এবং খাদ্য উপস্থিত আছে। এমতাবস্থায় জমাত আরম্ভ হইয়া গেলেও প্রথমে ক্ষুধা নিবারণ করা চাই। পক্ষান্তরে যদি মনকে বিচলিতকারী ক্ষুধা না থাকে তবে উপস্থিত খাদ্য ছাড়িয়া জমাতের প্রতি ধাবিত হইবে।

এমনকি খাদ্য আরম্ভ করিলে উহা অসম্পূর্ণ ফেলিয়া চলিয়া যাইবে যেরূপ ১৫২ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। মানবীয় প্রয়োজন ভিন্ন জাগতিক বা সাংসারিক কাজের জন্য জমাতের প্রতি মোটেই অবহেলা করিবে না। সব কিছু ছাড়িয়া জমাতের জন্য ছুটিয়া যাইবে, যেরূপ ৪০৭ নং হাদীছে বর্ণিত আছে।

বিশিষ্ট তাবেয়ী যুরারা ইবনে আবু আওফা (রঃ) তিনি একজন কর্মকার ছিলেন। তিনি তাঁহার হাতুড়ী উঠাইয়া মারিবার পূর্বে আজান শুনিলে ঐ অবস্থায়ও হাতুড়ী ফেলিয়া নামাযে চলিয়া যাইতেন। (ফয়জুলবারী ২—২০৭)

এক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ক্ষুধার তাড়নায় জমাতের উপর আহার গ্রহণকে অগ্রগণ্য করার অনুমতি শুধু ক্ষুধার তীব্রতা নিবারণ পরিমাণের জন্য; পেট পুরিয়া খাওয়ার জন্য নহে। সুতরাং কয়েক গ্রাস গ্রহণের পর জমাত পাওয়ার অবকাশ থাকিলে সেই চেষ্টা অবশ্যই করিবে; সেই সুযোগ ছাড়িবে না।

আরও একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় এই যে, ক্ষুধার তাড়নায় আহারের জন্য শুধু জমাত ছাড়া যায়, নামায কাজা করা জায়েয নহে। যদি নামাযের ওয়াক্ত সঙ্কীর্ণ থাকে যে, আহারে লিপ্ত হইলে নামায কাজা হইয়া যাইবে; তবে প্রাণ বাঁচিয়া থাকার অবকাশে শত কঠোর ক্ষুধার কারণেও আহার করিতে নামায কাজা করা জায়েয নহে।

এল্‌ম ও মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিই ইমাম হইবার জন্য অগ্রগণ্য

৪০৮। **হাদীছ** :—আবু মুছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন তাঁহার অন্তিমকালের রোগ শয্যায় পতিত হইলেন এবং তাঁহার রোগের প্রকোপ বাড়িয়া গেল তখন তিনি বলিলেন, তোমরা আবু বকরকে লোকদের নামায পড়াইয়া দিবার জন্য বল। আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আবু বকর নরম-দিল মানুষ; তিনি আপনার জায়গায় দাঁড়াইয়া লোকদের নামায পড়াইতে সক্ষম হইবেন না। নবী (দঃ) পুনঃ বলিলেন, আবু বকরকে লোকদের নামায পড়াইতে বল। আয়েশা (রাঃ) তাঁহার কথার পুনরোক্তি করিলেন। নবী (দঃ) ঐ কথাই বলিলেন—আবু বকরকে লোকদের নামায পড়াইতে বল, ইউসুফ আলাইহেচ্ছালামের ঘটনার নারীদের ন্যায় তোমরাও আমাকে প্রভাবিত করিতে চাহিতেছ। অতঃপর আবু বকরের নিকট সংবাদদাতা পৌঁছিল। তখন হইতে আবু বকর (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবদ্দশায়ই নামায পড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

৪০৯। **হাদীছ** :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অন্তিম রোগ যখন বাড়িয়া গেল, তখন তাঁহাকে নামাযের জমাত সম্পর্কে বলা হইলে তিনি বলিলেন, আবু বকরকে বল লোকদের নামায পড়াইয়া দিতে। আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আবু বকর নরম দিলের মানুষ; তিনি (আপনার স্থানে দাঁড়াইয়া) ক্রন্দনের দরুন কেরাতও পড়িতে পারিবেন না। হযরত (দঃ) পুনঃ বলিলেন, আবু বকরকে

বল, নামায পড়াইতে। আয়েশা (রাঃ) তাঁহার কথার পুনরাবৃত্তি করিলেন (এবং হাফছাহ (রাঃ)কেও তাঁহার সমর্থনকারিণী বানাইলেন)। হযরত (দঃ) আবার বলিলেন, আবু বকরকে নামায পড়াইতে বল; তোমরা ত (হযরত) ইউসুফের ঘটনার নারীদের ন্যায় অর্থাৎ তাহারা যেরূপ ইউসুফ (আঃ)কে তাঁহার অভিরুচির বিপরীত জোলেখার অভিপ্রায়ের কাজ করিতে বলিতেছিল, তদ্রূপ তোমরাও আমাকে আমার অভিরুচির বিপরীত কথা বলিতেছ।

মছআলাহ ঃ—এল্‌ম, মর্যাদা ও কোরআন শরীফ পড়ার কতিপয় ব্যক্তি সমপর্যায়ের উপস্থিত; সে ক্ষেত্রে বয়সে যিনি বড় তিনিই ইমাম হওয়ার অগ্রগণ্য। (৯৪ পৃঃ ৩৮৩ হাঃ)

নিযুক্ত ইমাম উপস্থিত না থাকায় অন্য ইমাম জমাত আরম্ভ করার পর প্রথম ইমাম আসিয়া পৌঁছিলে ?

৪১০। **হাদীছ ঃ**— ছাহল-ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমর-ইবনে আউফ গোত্রের একটি বিবাদ মিটাইবার জন্য তাহাদের বস্তিতে তশরীফ লইয়া গেলেন। তাঁহার প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব হইল, এদিকে আছরের নামাযের ওয়াক্ত হইয়া গেল, হযরতের মসজিদে ইমাম নাই। তখন মোয়াজ্জেন আবু বকর (রাঃ)কে অবস্থা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, আপনি জমাত পড়াইয়া দেন। তিনি ইহাতে সম্মত হইয়া নামায আরম্ভ করিলেন। জমাত আরম্ভ হইয়াছে এমন সময় রসুলুল্লাহ (দঃ) আসিয়া পৌঁছিলেন এবং তিনি পেছনের সারিসমূহ ভেদ করিয়া প্রথম সারিতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। (তিনি পেছনে থাকিলে তাঁহার সম্মুখের লোক বিচলিত হইত।) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আগমন আবু বকর (রাঃ)কে অবগত করাইবার জন্য মোক্তাদীগণ হাতের উপর হাত মারিয়া শব্দ করিল। আবু বকর (রাঃ) নামাযে এত মগ্ন থাকিতেন যে, নামায অবস্থায় কোন কিছুই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিত না, কিন্তু এই ঘটনায় যখন অত্যধিক শব্দ হইতে লাগিল, তখন তিনি আড়-চোখে একটু লক্ষ্য করিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)কে দেখিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তিনি পিছনের দিকে সরিয়া পড়িতে লাগিলেন। হযরত (দঃ) তাঁহাকে এরূপ না করার প্রতি ইশারা করিলেন। আবু বকর (রাঃ) হযরতের এই আদেশে সন্তুষ্ট হইয়া আল্লার শোকর করিলেন, কিন্তু ইমামতের স্থান ত্যাগ করিয়া মোক্তাদীর সারিতে সরিয়া আসিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) সম্মুখে অগ্রসর হইয়া ইমাম হইলেন; তাঁহারই ইমামতিতে নামায সমাপ্ত হইল। নামাযান্তে হযরত (দঃ) আবু বকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার আদেশ রক্ষা করিয়া ইমাম থাকিলেন না কেন? আবু বকর (রাঃ) আরজ করিলেন, আবু কোহাফার পুত্র তথা (আবু বকরের) পক্ষে উচিত নহে, সে আল্লার রসুলের সম্মুখে ইমামতি করে।

এই উপলক্ষে হযরত (দঃ) মোক্তাদীদিগকে বলিলেন, তোমরা হাত মারিয়া শব্দ করিলে কেন? নামাযের মধ্যে কোন প্রয়োজন দেখা দিলে পুরুষগণ—سبحان الله (সোব্‌হানাল্লাহ্‌)

বলিবে—উহাতেই ইমামের লক্ষ্য আকৃষ্ট হইবে। অবশ্য মহিলাগণ এরূপ ক্ষেত্রে ডান হাত বাম হাতের পৃষ্ঠে মারিয়া শব্দ করিবে! (কারণ, মহিলাদের কণ্ঠস্বর বেগানা পুরুষকে শুনান চাই না।)

ব্যাখ্যা ঃ—এরূপ ঘটনার প্রকৃত মছআলাহ এই যে, যে ইমাম নামায আরম্ভ করিয়াছেন তিনিই নামায সমাপ্ত করিবেন, নির্দ্ধারিত ইমাম মোক্তাদী হইয়া নামায পড়িবেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এরূপই করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে আবু বকর (রাঃ) যাহা করিয়াছিলেন উহা একমাত্র হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিশেষত্ব ছিল; অন্য যে কোন ব্যক্তির জন্য এরূপ করা হইলে সকলের নামায ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

৪১১। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঘোড়ার উপর হইতে পতিত হইয়া তাঁহার দেহের ডান পার্শ্ব ক্ষত হইয়া যায় এবং পা মচকিয়া যায়, তাই তিনি মসজিদে না যাইয়া স্বীয় অবস্থান গৃহেই নামায আদায় করিতেন। এমতাবস্থায় একদিন ছাহাবীগণ তাঁহার সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হইলেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) নামায আরম্ভ করিলেন, অসুস্থতার দরুন তিনি বসিয়া নামায আরম্ভ করিলেন। ছাহাবীগণ তাঁহার পেছনে নামাযে শরীক হইলেন, কিন্তু তাঁহারা দাঁড়াইয়া নামায আরম্ভ করিলেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাদের প্রতি ইশারা করিলেন যে, তোমরাও আমার অনুসরণে বসিয়া নামায পড় এবং নামাযান্তে বলিলেন, মোক্তাদীগণ ইমামের অনুসরণ করিবে—এই উদ্দেশ্যেই ইমাম নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। যখন ইমাম রুকু করিবে তখন তোমরাও রুকু করিবে, যখন রুকু হইতে মাথা উঠাইবে তখন তোমরাও মাথা উঠাইবে, যখন ইমাম বলিবে "ছামিআল্লাহু লেমান হামিদাহ" তখন তোমরা বলিবে "রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ" যখন ইমাম ওজর বশতঃ বসিয়া নামায পড়িবে, তোমরাও বসিয়া নামায পড়িবে।

ব্যাখ্যা ঃ— ইমামের অনুকরণ মোক্তাদীদের জন্য অপরিহার্য্য, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই একটি বিষয়ে নয়, অর্থাৎ ইমাম ওজর বশতঃ বসিয়া নামায পড়িলে মোক্তাদীগণ বিনা ওজরে বসিয়া নামায পড়িতে পারিবে না, তাহাদের দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে হইবে যেরূপ ৪০৩নং হাদীছে আছে। অবশ্য ৪১১নং হাদীছখানা ইহার বিপরীত দেখা যায়, তাই এখানে ইমাম বোখারী (রঃ) ৪০৩নং হাদীছ খানা পুনরায় বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ঐ হাদীছ খানাদ্বারা এই হাদীছ খানার হুকুম মনছুখ (রহিত) হইয়া গিয়াছে। কারণ, ৪১১নং হাদীছের ঘটনা বহু পূর্বের এবং ৪০৩নং হাদীছের ঘটনা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শেষ জীবনের। এই ঘটনাতে যখন আবু বকরের স্থলে রসুলুল্লাহ (দঃ) ইমাম হইলেন, তখন তিনি অসুস্থতার দরুন বসিয়া নামায পড়িতেছিলেন; আর মোক্তাদীগণ সকলেই হযরতের পেছনে নামাযে দাঁড়াইয়াছিলেন। পরবর্তী হাদীছ পূর্বের হাদীছের বিপরীত হইলে পূর্ববর্তী হাদীছ মনছুখ (রহিত) পরিগণিত হয়।

মছআলাহ ঃ—মোক্তাদী রুকু-সেজদার মধ্যে ইমামের পুর্বে মাথা উঠাইয়া যদি দেখে যে, এখনও ইমাম মাথা উঠায় নাই তবে মোক্তাদী অবশ্যই পুনঃ রুকুতে ও সেজদায় চলিয়া যাইবে (৯৫ পৃঃ আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) ছাহাবীর ফতওয়া)।

মছআলাহ ঃ—এক ব্যক্তি ইমামের সহিত দুই রাকাত নামায পড়িতেছে, যেমন—ফজর নামায। ভিড়ের কারণে সে প্রথম রাকাতের সেজদা করার অবকাশ পায় নাই, এমনকি সম্মুখ কাতারের মুছল্লীদের পিঠের উপর সেজদা করারও সুযোগ পায় নাই এবং দ্বিতীয় রাকাতের সেজদাও ইমামের সহিত করিতে সুযোগ পায় নাই। ঐ ব্যক্তি যখনই সুযোগ পাইবে, এমনকি ইমামের সালাম ফেরার পরে হইলেও প্রথমে দুইটি সেজদা করিবে; ইহা তাহার দ্বিতীয় রাকাতের সেজদা গণ্য হইয়া দ্বিতীয় রাকাত পুর্ণ হইবে। অতঃপর প্রথম রাকাত পুর্ণ হইবে। অতঃপর প্রথম রাকাত পুর্ণরূপে রুকু-সেজদা ইত্যাদির সহিত একা একা মাছবুকের ন্যায় আদায় করিবে।

মছআলাহ ঃ—ইমামের সহিত নামায পড়া অবস্থায় মধ্যভাগে (অজ্ঞাতে বা তন্দ্রা ইত্যাদি কোন কারণে) রুকু বা সেজদা পুর্ণই ইমামের সহিত ছুটিয়া গেলে উহা আদায় করিয়া তারপর ইমামের সহিত পুনঃ দাঁড়াইবে। (৯৫ পৃঃ হাসান বছরী (রঃ) তাবেয়ীর ফতওয়া)

সাবধান! নামাযের মধ্যভাগে নয়, বরং নামায আরম্ভ করার সময় ইমাম রুকু হইতে উঠিয়া গিয়াছে তখন অনেকে নিজে নিজে রুকু করিয়া ইমামের সহিত সেজদায় মিলিত হয় এবং মনে করে, সে ঐ রাকাত ইমামের সহিত পাইয়াছে—ইহা ভুল। ঐ রাকাত ইমামের সহিত গণ্য নহে, সুতরাং ইমামের ছালামের পর ঐ রাকাত পুর্ণ আদায় না করিলে নামায হইবে না।

মোক্তাদীগণ কোন্ সময় সেজদার জন্য নত হইবে?

৪১২। **হাদীছ ঃ**—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রুকু হইতে দাঁড়াইবার পর যাবৎ তিনি সেজদায় চলিয়া না যাইতেন তাবৎ আমরা সেজদার জন্য নত হইতাম না।

ব্যাখ্যা ঃ—সাধারণতঃ মছআলাহ এই যে, রুকু সেজদা ইত্যাদি ইমামের সঙ্গে সঙ্গেই করিতে হইবে। যেমন অন্য হাদীছের দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত আছে। কিন্তু যদি এরূপ আশঙ্কা হয় যে, ইমামের সঙ্গে সঙ্গে রুকু, সেজদা করার ফলে মোক্তাদীগণ ইমামের অগ্রগামী হইয়া যাইবে, যেমন ইমাম যদি বয়ঃপ্রাপ্ত বা ভারী শরীরের হয় বা অন্য কোন কারণ বশতঃ রুকু, সেজদায় ধীরে ধীরে যাইয়া থাকেন, যদ্দরুন মোক্তাদীগণ সাধারণভাবে রুকু, সেজদা করিতে গেলে ইমামের অগ্রগামী হইয়া যাইবে; এমতাবস্থায় উপরোক্ত হাদীছ অনুযায়ী আমল করিবে, এই হাদীছের তাৎপর্য্য ইহাই। ইহা হযরতের বয়ঃপ্রাপ্তিকালের ঘটনা।

রুকু সেজদা হইতে ইমামের পূর্বে উঠিবার পরিণতি

৪১৩। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রুকু বা সেজদা হইতে ইমামের পূর্বে মাথা উঠায়, সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার মাথা বা তাহার আকৃতি গাধার ন্যায় করিয়া দিতে পারেন?

ক্রীতদাস গোলামও ইমামতি করিতে পারে

৪১৪। **হাদীছ ঃ**— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, প্রথম দিকে মোহাজেরীনদের যে দলটি মদীনায় আসেন তাঁহারা কোবা নগরীতে অবস্থান করিলেন। এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হিজরত করিয়া আসার পূর্ব পর্য্যন্ত সেখানে ইমামতি করিতেন আবু হোযায়ফা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ক্রীতদাস ছালেম (রাঃ)। কারণ, তাঁহাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন কোরআনের অধিক অভিজ্ঞ।

মছআলাহ ঃ—ক্রীতদাস, অবৈধ গর্ভজাত সন্তান এবং নিম্ন শ্রেণী (Uncivilized) লোক যদি শিক্ষা ও পরহেজগারীতে উন্নত হয় এবং এইগুণে তাহার সমকক্ষ অন্য লোক উপস্থিত না থাকে তবে তাহাদের ইমামতিতে কোন দোষ নাই (৯৬ পৃঃ)।

নাবালক ছেলের ইমামতি কোন কোন মজহাবে জায়েয আছে, কিন্তু হানফী মজহাব মতে সাবালকদের ফরজ নামায নাবালকের ইমামতিতে শুদ্ধ হয় না।

ইমাম নামায পূর্ণাঙ্গ করে নাই, মোক্তাদী পূর্ণাঙ্গ করিয়াছে ঃ

৪১৫। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এক শ্রেণীর লোক (জবরদস্তিমূলক) ইমাম হইয়া তোমাদের নামায পড়াইবে। তাহারা যদি পূর্ণাঙ্গ সুন্দররূপে নামায পড়ায় তবে ত (তাহাদের এবং) তোমাদের (উভয়েরই) পূর্ণ ছওয়াব হইবে। আর যদি তাহারা ত্রুটিযুক্ত নামায পড়ায় (কিন্তু তোমরা নিজেরা ত্রুটি না কর) তবে তোমাদের ছওয়াব পূর্ণই থাকিবে, ত্রুটির ক্ষতি শুধু তাহাদের উপর পড়িবে। (বন্ধনীর মধ্যবর্তী বাক্যাবলী ফতহুল বারী ২—১৪৯)।

ব্যাখ্যা ঃ— হাদীছের বাক্য "যদি তাহারা ত্রুটিযুক্ত নামায পড়ায়" এই বাক্যে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই হাদীছের উদ্দেশ্য মূল নামায ফাছেদ ও বিনষ্টকারী বিষয়াবলী নহে, বরং যাহা নামাযে শুধু ত্রুটি অর্থাৎ নামাযের সৌন্দর্য্য বিনষ্টকারী পরিগণিত। যেমন, নামাযে 'খুশু-খুজু'—আল্লাহ তায়ালার প্রতি এক ধ্যানে একাগ্রচিত্তে ধীর-স্থিরতার সহিত নামায পড়া, প্রয়োজনের অধিক শুদ্ধরূপে দোয়া তছবীহ্ ও কেরাত পড়া ইত্যাদি বহু রকমের মছআলাহ রহিয়াছে। এই সব সম্পর্কে ইমাম এবং মোক্তাদী প্রত্যেকে নিজ নিজ চেষ্টা ও যত্ন পরিমাণ ছওয়াব লাভ করিবে। পক্ষান্তরে নামায ফাছেদ ও বিনষ্টকারী

কোন কাজ শুধু ইমাম একা করিলে মোক্তাদীদের সকলের নামাযও ফাছেদ হইয়া যাইবে। এমনকি যদি ইমাম উহা পুনঃ আদায় না করে তবুও মোক্তাদীদের উহা পুনরায় পড়া ফরজ থাকিয়া যাইবে। অবশ্য যদি মোক্তাদী ইমামের ঐ কার্য্য জানিতে না পারে তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা।

বিদ্রোহীদের নিযুক্ত ইমামের মোক্তাদী হওয়া

৪১৬। **হাদীছ ঃ**—আ'দী ইবনে খেয়ার (রাঃ) খলীফা ওসমানের (রাঃ) নিকট গেলেন, যখন তিনি বিদ্রোহীদের দ্বারা গৃহে আবদ্ধ ছিলেন এবং মদীনার মসজিদে বিদ্রোহীদের নিযুক্ত ইমাম ছিল। সেই বিষয়েই আ'দী ইবনে খেয়ার ওসমান (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন—মোসলমানদের প্রকৃত শাসনকর্তা আপনি; কিন্তু আপনার ত এই অবস্থা এবং বিদ্রোহীদের নিযুক্ত ইমাম আমাদিগকে নামায পড়াইয়া থাকে; এই ইমামের পেছনে নামায পড়া আমরা গোনাহ মনে করি। ওসমান (রাঃ) বলিলেন, বিদ্রোহীরা প্রবল হইয়া গিয়াছে; এখন তাহাদের ভাল কাজে যোগদান কর, মন্দ কাজে শরীক হইও না। সেমতে নামায মোসলমানদের সর্বোত্তম আমল, যখন সকলে এই আমলটি আদায় করে তখন তুমিও উহাতে যোগদান কর।

মছআলাহ ঃ—বেদাতী ব্যক্তির পেছনে নামায শুদ্ধ হয়। হাসান বছরী (রঃ)কে এই মছআলাহ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছেন, বেদাতী ব্যক্তির পেছনে নামায পড় (জমাত ছাড়িও না); তাহার বেদাতের গোনাহ তাহার উপর থাকিবে।

এক্ষেত্রে দুইটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। একটি এই যে—কোন ক্ষেত্রে কাহাকেও ইমাম বানাইতে অবশ্যই লক্ষ্য রাখিবে যে, সে যেন বেদাতী না হয়। বেদাতী ব্যক্তিকে ইমাম বানান জায়েয নয়; যাহারা বেদাতী ব্যক্তিকে ইমাম বানাইবে তাহারা গোনাহগার হইবে। কিন্তু কোন মসজিদে বা কোন ক্ষেত্রে এমন এক ব্যক্তি ইমাম হইয়াছে যে বেদাতী এবং ঐ বেদাতী ইমামের জমাতে শামিল না হইলে জমাতহীন একা নামায পড়া ছাড়া গত্যন্তর নাই, এরূপ ক্ষেত্রে জমাত না ছাড়িয়া বেদাতী ইমামের জমাতে শামিল হইবে; হাসান বছরী রহমতুল্লাহে আলাইহের ফতওয়ার মর্ম ইহাই।

আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এস্থলে "বেদাত" বলিতে শুধু এরূপ গহিত কাজ উদ্দেশ্য যাহা ফাছেকী, কুফুরী বা শেরেকী গোনাহের কাজ বা ঐরূপ আকিদা ও মতবাদ ভিত্তিক কাজ নহে। ফাছেকী-বেদাতে লিপ্ত ব্যক্তির পেছনে নামায পড়িবে না; কুফুরী ও শেরেকী-বেদাতে লিপ্ত ব্যক্তির পেছনে নামায শুদ্ধ হইবে না।

মছআলাহ ঃ—ইমাম যুহরী (রঃ) বলিয়াছেন, মেয়েলী স্বভাব চরিত্র, মেয়েলী বেশ-ভূষা মেয়েলী চালচলন অবলম্বনকারীর পেছনে নামায পড়া শক্ত মকরূহ; গত্যন্তরহীন অনিবার্য্য প্রয়োজন ছাড়া ঐরূপ লোকের পেছনে নামায পড়িবে না।

এরূপ দীর্ঘ কেরাত পড়িবে না যাহাতে কর্মব্যস্ত ব্যক্তিগণ জমাতে যোগদানে বিরত থাকে

৪১৭। **হাদীছ :**—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) স্বীয় মহল্লার মসজিদে ইমাম ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অভ্যাস এই ছিল যে, তিনি সন্ধ্যার পর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইতেন এবং এশার নামায পর্য্যন্ত তাঁহার খেদমতেই থাকিতেন। এমনকি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এশার জমাতে নামায পড়িয়া তারপর স্বীয় মহল্লার মসজিদে যাইয়া এশার নামাযের ইমামতী করিতেন। ইহাতে স্বভাবতঃই এই মসজিদে এশার নামায পড়িতে অধিক রাত্র হইয়া যাইত। একদা এই মহল্লাবাসী একজন শ্রমিক শ্রেণীর লোক সারাদিন পরিশ্রম করিয়া বাড়ী ফিরিয়া সেও এই মসজিদে এশার নামাযের জমাতে আসিল। জমাতের ইমাম মোয়াজ ইবনে জাবাল একে ত মসজিদে উপস্থিত হইতেই বিলম্ব করিয়া থাকেন, তদুপরি অদ্য তিনি (আড়াই ছিপারা ব্যাপী সুদীর্ঘ) ছুরা বাকারা আরম্ভ করিয়া দিলেন। শ্রমিক ব্যক্তি ইহা দেখিয়া জমাত ছাড়িয়া দিল এবং একাকী নামায পড়িয়া বাড়ী চলিয়া গেল। মসজিদের ইমাম মোয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) নামাযান্তে এই খবর শুনিয়া ঐ ব্যক্তির প্রতি ভর্ৎসনা করিলেন। ঐ ব্যক্তি উহা শুনিতে পাইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল এবং মোয়াজ এশার নামায পড়াইতে অত্যন্ত বিলম্বে আসিয়া থাকেন, তদুপরি তিনি ছুরা বাকারার ন্যায় সুদীর্ঘ ছুরা আরম্ভ করেন; এই বলিয়া সে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) মোয়াজ ইবনে জাবালের প্রতি রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, হে মোয়াজ! তুমি কি লোকদিগকে নামায হইতে তাড়াইতে চাও? এই ভাবে তিনি তাঁহার প্রতি তিনবার কটাক্ষ করিলেন এবং সর্বদার জন্য সতর্ক করতঃ والليل اذا - سبح اسم ربك الاعلى - والشمس وضحها কয়েকটি মধ্য আকারের ছুরার নাম বলিয়া এই সমস্ত ছুরা দ্বারা নামায পড়াইবার আদেশ দিলেন। (ইহাও বলিয়া দিলেন যে, আমার সঙ্গে নামায পড়িয়া তারপর দীর্ঘ ইমামতী করিতে পারিবে না। হয় ত শুধু আমার সঙ্গেই নামায পড়িবে, না হয় শুধু ইমামতীই করিবে, কিন্তু দীর্ঘতা অবলম্বন করিবে না) এবং বলিলেন, তোমার লক্ষ্য রাখিতে হইবে, জমাতের মধ্যে বৃদ্ধ, দুর্বল ও কর্মব্যস্তগণও থাকিতে পারে। (৭৬নং হাদীছও এখানে উল্লেখ আছে।)

মছআলাহ :—কোন নামায একবার পড়ার পর দ্বিতীয়বার ঐ নামাযেরই ইমামতী করা জায়েয আছে (৮৯ পৃঃ ৪১৭ হাঃ)। ইহা কোন কোন ইমামের মত; হানফী মজহাব মতে ঐরূপ করা জায়েয নহে; ঐরূপ করিলে মোক্তাদীদের ফরজ নামায আদায় হইবে না। অবশ্য কোন নামাযের জমাত হইতেছে, এক ব্যক্তি অন্যত্র মোকার্রর ইমাম; সে ঐ জমাতে শামিল হইয়াছে, কিন্তু নফলের নিয়্যত করিয়া শামিল হইয়াছে, অতঃপর

নিজ মসজিদে যাইয়া ফরজের নিয়াতে ঐ নামাযের ইমামতী করিয়াছে—ইহা হানফী মজহাব মতেও জায়েয আছে এবং এই অবস্থায় মোক্তাদীদের ফরজ আদায় হইয়া যাইবে।

মছআলাহ ঃ— কোন ব্যক্তি তাহার বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে বা ইমামের লম্বা নামায কারণ-বিশেষে তাহার পক্ষে অসহণীয়; সেই ব্যক্তি ইমামের লম্বা নামায ত্যাগ করতঃ একা নামায পড়িলে তাহার গোনাহ হইবে না। অবশ্য জমাতের স্থান হইতে যথাসম্ভব দূরে বা নিজ গৃহে আসিয়া পড়িবে (৯৭ পৃঃ)।

মছআলাহ ঃ—ইমাম (নিয়মিত সুন্নত তরিকা অপেক্ষা) অধিক লম্বা নামায পড়াইলে সে সম্পর্কে অভিযোগ করা এবং উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা যায় (ঐ)।

একাকী নামায পড়িলে দীর্ঘ নামায পড়িতে পারে

৪১৮। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যখন তুমি অন্য লোকদের ইমাম হও, তখন নামাযকে অধিক দীর্ঘ করিও না। কারণ, তাহাদের মধ্যে দুর্বল, রুগ্ন এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিও থাকে। আর যখন তুমি একাকী নামায পড় তখন যতদূর ইচ্ছা দীর্ঘ নামায পড়।

কম সময় নামায পড়িলেও আরকান-আহকাম সুষ্ঠুরূপে আদায় করিবে

৪১৯। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (জমাতের) নামায অল্প সময়ে শেষ করিতেন। কিন্তু অতি সুন্দর ও সুষ্ঠুরূপে আদায় করিতেন।

কোন কারণে অল্প সময়ে নামায শেষ করিয়া দেওয়া জায়েয

৪২০। **হাদীছ ঃ**—আবু কাতাদাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন কোন সময় এরূপ হয় যে, আমি নামায আরম্ভ করি এবং উহা দীর্ঘরূপে পড়িতে ইচ্ছা করি, কিন্তু আশ-পাশের শিশুদের ক্রন্দন শুনিয়া ঐ নামায অল্প সময়ে শেষ করিয়া দেই। কারণ, হয় ত ঐ শিশুদের মাতা জমাতে যোগদান করিয়াছে, সে বিচলিত হইবে।

৪২১। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অল্প সময়ে নামায পড়িলেও যেরূপ সুন্দর ও সুষ্ঠুরূপে নামায আদায় করিতেন, এরূপ আর কাহাকেও দেখি নাই। তিনি জমাতে নামায পড়ার সময় যদি আশ-পাশে শিশুদের ক্রন্দন শুনিতে পাইতেন, তবে অল্প সময়েই নামায শেষ করিয়া দিতেন। জমাতে যোগদান কারিণী ঐ শিশুর মাতা যেন বিচলিত না হয়।

নামাযে কাঁদিলে

আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (রঃ) বিশিষ্ট তাবেয়ী, তিনি বলেন—আমি জমাতে নামায পড়িতেছিলাম, খলীফা ওমর (রাঃ) ইমাম ছিলেন। আমি পেছনের সারিতে দাঁড়াইয়াছিলাম। ওমর (রাঃ) নামায অবস্থায় (খোদার ভয়ে) উদ্‌গত ক্রন্দন চাপিয়া রাখার দরুন তাঁহার সীনা ও কণ্ঠনালীর ভিতরে যে শব্দ হইতেছিল, আমি পেছনে থাকিয়াও তাহা শুনিতেছিলাম।

মছআলাহঃ—আল্লাহ তায়ালার প্রতি কাতরতা অনুরক্তি বা ভয়ের প্রভাবে যে কোন প্রকারে কাঁদিলে নামায নষ্ট হইবে না। অন্য কারণে সশব্দে কাঁদিলে নামায ফাসেদ হইবে।

একামত আরম্ভেই কাতার সোজা করিবে, প্রয়োজন হইলে পরেও উহার জন্য তৎপর হইবে

৪২২। **হাদীছ**ঃ— عن النعمان بن بشيران النبى صلى الله عليه و سلم

قَالَ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ اَوْلَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ -

অর্থঃ—নো'মান ইবনে বশীর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, খবরদার হুশিয়ার! তোমরা নামাযের মধ্যে সোজাভাবে সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবে। অন্যথায় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি করিয়া দিবেন।

ব্যাখ্যাঃ—নামাযের মধ্যে কাতার বাঁকা করিয়া দাঁড়ান একটি সাধারণ বিষয় মনে করা হইয়া থাকে, কিন্তু উহার কুফল বড়ই মারাত্মক। ইহার দরুণ আল্লাহ তায়ালা পরস্পরের বিরোধ, বিভেদ ও বিবাদ সৃষ্টি করিয়া দেন। বর্তমান মোসলমানদের অবস্থা দেখিলেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইয়া যাইবে। পরস্পর বিভেদ ও বিবাদ বড় শাস্তি যাহা জ্ঞানী মাত্রই উপলব্ধি করিতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফের বহু স্থানে ইহুদ ও নাছারাদের উপর স্বীয় গজব ও আজাবের উল্লেখপূর্বক বলিয়াছেন—"আমি তাহাদের মধ্যে পরস্পর হিংসা, বিদ্বেষ, বিভেদ ও বিবাদের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি।"

মূল হাদীছটির অর্থ এরূপও বলা হয়, "তোমরা নামাযের মধ্যে সোজাভাবে সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবে। নতুবা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের আকৃতি বিকৃত করিয়া দিতে পারেন।"

কাতার সোজা করিতে ইমাম তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে

৪২৩। **হাদীছ**ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা নামাযের একামত শেষ হইয়া গেলে পর, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, সোজা সারিবদ্ধভাবে পরস্পর মিলিত হইয়া দাঁড়াও। স্মরণ রাখিও, আমি পেছনের দিকেও তোমাদিগকে দেখি। (২৭১ নং হাদীছের নোট দ্রষ্টব্য।)

কাতার সোজা করা নামাযের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ

৪২৪। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, কাতার সোজা কর। কাতার সোজা করা নামাযের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

৪২৫। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, নামাযের মধ্যে কাতার সোজা করিয়া দাঁড়াও। কারণ, উহার উপর নামাযের সৌন্দর্য্য নির্ভর করে।

কাতার সোজা এবং পূর্ণ না করা গোনাহ

৪২৬। **হাদীছ ঃ**—(রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বহু দিন পর) ছাহাবী আনাছ (রাঃ) বছরা হইতে মদীনায় আসিলেন। কোন এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জমানার অনুপাতে আমাদের মধ্যে কি কি দোষ-ত্রুটি দেখিতে পান? তিনি বলিলেন অন্য কোন দোষ বিশেষরূপে ব্যক্ত করিতে চাই না, কিন্তু এই একটি দোষ যে, তোমরা নামাযের মধ্যে কাতার ঠিক ও দুরস্ত কর না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—এস্থানে ৩৯৭ নং হাদীছ উল্লেখ করিয়া ইমাম বোখারী (রঃ) প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রথম কাতারের ফজিলত অনেক বেশী।

পরস্পর লাগালাগি হইয়া সারি বাঁধিবে ফাঁক রাখিবে না

ছাহাবী নোমান ইবনে বশীর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমাদের (তথা ছাহাবীদের প্রত্যেককেই দেখিয়াছি, নিজ সঙ্গীর কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া এবং পরস্পর পায়ের গিঁঠ মিলাইয়া নামাযে দাঁড়াইতেন।

আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, (জমাতে নামায পড়িতে) আমাদের প্রত্যেকেই নিজ সঙ্গীর কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলাইয়া দাঁড়াইতেন।

পাঠকবৃন্দ! একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, পরস্পর পা মিলাইয়া দাঁড়ানোর উদ্দেশ্য এই নয় যে, বস্তুতঃ একে অন্যের পায়ের সহিত পা মিলাইয়া দাঁড়াইতে হইবে। সে জন্যই এখানে কাঁধের এবং পায়ের গিঁঠেরও উল্লেখ আছে; অথচ সারি বাঁধিতে পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলানো সহজ ব্যাপার নহে এবং পায়ের গিঁঠে গিঁঠ মিলানো ত সম্ভবই নহে। এখানে এই সমস্ত বাক্যের দ্বারা বস্তুতঃ দুইটি বিষয়ে তৎপর হওয়ার আদেশ করাই আসল উদ্দেশ্য। প্রথম—এই যে, খুব সোজাভাবে সারি বাঁধিবে; যেরূপ কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলাইয়া দাঁড়াইলে স্বভাবতঃই উহা হইয়া থাকে এবং কাতার সোজা করার ইহা অন্যতম উপায়। দ্বিতীয়—এই যে, যথাসাধ্য লাগালাগি দাঁড়াইবে; মধ্যভাগে ফাঁক ছাড়িবে না।

অনেক হাদীছে এরূপ উল্লেখ আছে যে, মধ্যভাগে একটু ফাঁক থাকিলে শয়তান সেখানে আসিয়া প্রবেশ করে (নামাযীদের অন্তরে ওছ্ওয়াছার সৃষ্টি করে)।

আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উক্তি কাঁধে কাঁধ এবং পায়ে পা মিলানর একমাত্র উদ্দেশ্য যে ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণও বিদ্যমান রহিয়াছে যে, আনাছ (রাঃ) তাঁহার উক্তির ভিত্তি নিম্নে বর্ণিত হাদীছটির উপর স্থাপন করিয়াছেন।

৪২৭। হাদীছ :— عن انس رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنِّيْ اَرَاكُمْ مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِيْ.....

অর্থ :—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা কাতার খুব সোজা করিয়া দাঁড়াইবে; আমি আমার পেছন দিকেও দেখিয়া থাকি+। আনাছ (রাঃ) বলেন—সেমতে আমাদের প্রত্যেকেই কাঁধে কাঁধ এবং পায়ে পা মিলাইয়া থাকিত।

মহিলা একজন হইলেও একাই সকলের পেছনে দাঁড়াইবে

৪২৮। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদের গৃহে (নফল) নামায পড়িলেন। আমি এবং অন্য একটি বালক—হযরতের পেছনে দাঁড়াইলাম, আর আমার মাতা উম্মে-ছোলায়ম আমাদের পেছনে দাঁড়াইলেন।

ইমাম ও মোক্তাদীদের মধ্যে আড়াল থাকিলে?

হাসান বছরী (রঃ) বলেন, ইমাম ও মোক্তাদীদের মধ্যে (ছোট) নালা থাকিলে দোষ নাই। আবু মেজ্লায (রঃ) বলেন, মধ্যভাগে (ছোট) রাস্তা বা দেওয়াল থাকিলেও ইমামের সঙ্গে এক্তেদা শুদ্ধ হইবে যদি ইমামের রুকু-সেজদা জানিবার ব্যবস্থা করা হয়।

ব্যাখ্যা :— মধ্যস্থলে বড় রাস্তা বা খাল ইত্যাদির ফাঁক রাখিয়া উহার অপর পারে দাঁড়াইয়া এক্তেদা করিলে সেই এক্তেদা শুদ্ধ হইবে না। এবং ইমামের আড়ালে এমন স্থানে এক্তেদা শুদ্ধ নহে যে স্থান হইতে ইমামের রুকু-সেজদা, উঠা-বসা ইত্যাদি জ্ঞাত হইবার ব্যবস্থা নাই। যদি সেই ব্যবস্থা করা হয় বা ইমামের তকবীরের আওয়াজ শুনা যায় তবে এক্তেদা শুদ্ধ হইবে।

+ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পেছন দিকেও দেখা সম্পর্কে ২৭১ নং হাদীছের নোট দ্রষ্টব্য।

৪২৯। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গৃহ সংলগ্ন যে ছাদহীন ঘেরাও করা স্থানটি ছিল, সেখানে দাঁড়াইয়া তিনি তাহাজ্জুদের নামায পড়িতেন। ঐ ঘেরাও-এর দেওয়ালটি নীচু ছিল; তাই একদা কয়েকজন লোক তাঁহাকে নামায পড়িতে দেখিয়া (দেয়ালের অপর পার্শ হইতে) তাঁহার সহিত এক্তেদা করিয়া তাহাজ্জুদ পড়িল। সকাল বেলা তাহারা বলাবলি করিলে দ্বিতীয় রাত্রে আরও কয়েক জন লোক জুটিয়া গেল, তাহারাও এইভাবে তাহাজ্জুদ পড়িল। দুই-তিন রাত্র তাহারা এইরূপে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সহিত তাহাজ্জুদ পড়িল। তারপরের রাত্রিতে রসুলুল্লাহ (দঃ) ঘর হইতে বাহির হইলেন না। সকালবেলা সকলেই তাঁহার নিকট এ বিষয়ে আলোচনা করিলে হযরত (দঃ) ফরমাইলেন, আমার আশঙ্কা হইতেছিল, এরূপে সমবেতভাবে তামরা তাহাজ্জুদ পড়িতে থাকিলে আল্লাহ তায়ালা তাহাজ্জুদকে তোমাদের উপর ফরজ করিয়া দিতে পারেন। (তাহাতে উম্মতের উপর ফরজের চাপ বাড়িয়া যাইত। হযরত (দঃ) সর্বদা উম্মতের জন্য সহজ পন্থা কামনা করিতেন।)

৪৩০। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি চাটাই ছিল; (মসজিদে এ'তেকাফ কালে) দিনের বেলা তিনি উহা বিছাইতেন এবং রাত্রিকালে উহা দ্বারা ঘেরাও করিয়া ভিতরে তাহাজ্জুদের নামায পড়িতেন। কয়েকজন লোক খোঁজ পাইয়া ঐ ঘেরাও-এর পেছন হইতে এক্তেদা করিয়া তাহাজ্জুদ পড়িল।

৪৩১। **হাদীছ ঃ**—যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমজান মাসে মসজিদে এ'তেকাফ করিলেন এবং মসজিদের ভিতরেই চাটাই দ্বারা ঘেরাও করিয়া উহাতে তিনি (রাত্রে তাহাজ্জুদ) নামায পড়িতেন; ছাহাবীগণও ঐ ঘেরাওয়ের বাহির হইতে তাঁহার সঙ্গে এক্তেদা করিয়া ঐ নামাযে শরীক হইতে লাগিলেন। হযরত (দঃ) যখন ইহা জানিতে পারিলেন, তখন তিনি পূর্ব দিনের ন্যায় লোকগণ তাঁহার সঙ্গে শামিল হওয়ার সুযোগ পায় সেইরূপে তাহাজ্জুদ নামায পড়া হইতে বিরত থাকিলেন; (এমনকি ছাহাবীগণ যখন দেখিলেন যে, তিনি আজ পূর্বের ন্যায় নামায আরম্ভ করিতেছেন না,) তাঁহারা ভাবিলেন—বোধ হয় তিনি আজ নিদ্রামগ্ন রহিয়াছেন বা অন্য কাজে লিপ্ত আছেন ইত্যাদি। তাই তাঁহারা হযরতের নিকটবর্তী স্থান হইতে গলা খাকরান আরম্ভ করিলেন। (কিন্তু হযরত (দঃ) কিছুতেই সাড়া দিলেন না।) পরদিন হযরত (দঃ) সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, রাত্রিকালে তোমরা যাহা করিয়াছ আমি সব উপলব্ধি করিয়াছি; (আমি যাহা করিয়াছি ইচ্ছা করিয়াই করিয়াছি। ফরজ ভিন্ন অন্য নামাযের জন্য জমাতের এরূপ পাবন্দি আমি করি না। তাহাজ্জুদ ইত্যাদি নফল) নামায তোমরা নিজ ঘরে পড়িবে ফরজ ভিন্ন অন্য নামায নিজ নিজ ঘরে পড়াই শ্রেয়ঃ।

নামাযের মধ্যে কোন্ কোন্ স্থানে হাত উঠাইবে এবং হাত কতদূর উঠাইবে

৪৩২। **হাদীছ :**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে দেখিয়াছি—যখন নামায আরম্ভ করার জন্য তকবীর বলিতেন তখন তিনি উভয় হাত উপরের দিকে উঠাইতেন ; এত দূর যে, (হাতের তালু কাঁধ বরাবর উঠিত।× রুকুতে যাইবার জন্য তকবীর বলার সময়ও ঐরূপ হাত উঠাইতেন এবং রুকু হইতে উঠিয়া "ছামিয়াল্লাহু লেমান-হামিদাহ" বলার সময়ও হাত উঠাইতেন এবং "রাব্বানা ওয়া-লাকাল-হামদ্" বলিতেন। কিন্তু সেজদায় যাইবার সময় বা সেজদা হইতে উঠিবার সময় হাত উঠাইতেন না।

৪৩৩। **হাদীছ :**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) যখন নামায আরম্ভ করিতেন তখন হাত উঠাইতেন এবং যখন রুকুতে যাইতেন ও রুকু হইতে উঠিতেন এবং দুই রাকাতের পর অর্থাৎ প্রথম আত্তাহিয়্যাতের জন্য বসা হইতে যখন দাঁড়াইতেন তখনও হাত উঠাইতেন। তিনি ইহাও বলিতেন যে, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এরূপ করিতে দেখিয়াছি।

৪৩৪। **হাদীছ :**—মালেক ইবনে হোয়াইরেছ (রাঃ) যখন তকবীর বলিয়া নামায আরম্ভ করিতেন তখন হাত উঠাইতেন, আর রুকুতে যাইবার পূর্বে এবং রুকু হইতে উঠিয়াও হাত উঠাইতেন। তিনি ইহাও বলিতেন যে, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এরূপ করিতে দেখিয়াছি।

(এই হাদীছটি "নাছায়ী শরীফে" ছহীহরূপে বর্ণিত আছে। সেখানে ইহাও উল্লেখ আছে, সেজদায় যাওয়ার পূর্বে এবং সেজদা হইতে উঠিয়াও হাত উঠাইতেন)।

ব্যাখ্যা :—নামায আরম্ভ করার তকবীরের সময় হাত উঠাইতে হইবে ইহাতে দ্বিমত নাই। অন্য কোন স্থানে হাত উঠাইবার বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ভিন্ন অন্যান্য ইমামগণ ৪৩২নং হাদীছ অনুযায়ী আরও দুই স্থানে হাত উঠাইবার মত প্রকাশ করেন। আবু হানিফা (রঃ) প্রথম স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে হাত উঠাইতে বলেন না। তাঁহার দলীল এই যে—বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসঊদ (রাঃ) এই বিষয়ে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রীতি স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন ও কার্য্যে দেখাইয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) নামায আরম্ভের তকবীরের সময় ব্যতীত অন্য কোনও স্থানে হাত উঠাইতেন না।✿

× নামাযের মধ্যে হাত কি পর্য্যন্ত উঠাইবে সে বিষয়ে তিনটি হাদীছ বর্ণিত আছে—কানের উপরি ভাগ পর্য্যন্ত, কানের লতি পর্য্যন্ত এবং কাঁধ পর্য্যন্ত। উক্ত হাদীছ সমূহ দৃষ্টে সর্বোত্তম পন্থা এই যে, হাত এতদূর উঠাইবে যে, হাতের বড় আঙ্গুলগুলি কানের উপরি ভাগ পর্য্যন্ত ও বৃদ্ধাঙ্গুলী কানের লতি পর্য্যন্ত এবং হাতের তালুর অংশ কাঁধ পর্য্যন্ত পৌঁছে।

✿ আবদুল্লাহ ইবনে মসঊদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই হাদীছখানা নাছায়ী শরীফে বর্ণিত আছে এবং হাদীছটি নিঃসন্দেহে ছহীহ প্রমাণিত হইয়াছে।

পাঠকবৃন্দ! স্মরণ রাখিবেন, এখানে ইমামগণের যে মতভেদ আছে ইহা অতি সামান্য। ইমাম আবু হানিফার বক্তব্য এই যে, প্রথমে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রীতি ছিল—রুকু, সেজদা ইত্যাদি প্রত্যেক উঠা-বসার ক্ষেত্রে হাত উঠান। যেমন—৪৩২, ৪৩৩ ও ৪৩৪নং হাদীছসমূহকে সমষ্টিগতভাবে লক্ষ্য করিলেই প্রমাণিত হয়। কিন্তু পরে ৪৩২ নং হাদীছ দ্বারা ৪৩৩, ৪৩৪ নং হাদীছে বর্ণিত রীতিকে শিথিল করা হয়। লক্ষ্য করুন—৪৩৪ নং হাদীছে সেজদার সময় হাত উঠাইবার বিষয় উল্লেখ আছে, কিন্তু ৪৩২নং হাদীছে উহার বিপরীত উল্লেখ হইয়াছে এবং ৪৩৩ নং হাদীছে দুই রাকাত হইতে দাঁড়াইয়া হাত উঠাইবার কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু ৪৩২ নং হাদীছে তাহা নাই। অতঃপর ৪৩২ নং হাদীছে বর্ণিত রীতিও পরিবর্তিত হয়, যেমন—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদের হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। এই কারণেই ৪৩২ নং হাদীছ বর্ণনকারী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) নিজেই শেষ পর্য্যন্ত রুকু ইত্যাদিতে হাত উঠান ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার পিতা ওমর (রাঃ)ও তদ্রূপই করিতেন, আরও অসংখ্য ছাহাবী এইরূপই করিতেন। তাই ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেন, সর্বপ্রথম স্থান ব্যতীত অন্য স্থানসমূহে হাত উঠাইবার রীতি রসুলুল্লাহ (দঃ) ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; উহা সুন্নত রূপে পরিগণিত থাকে নাই, তবে এখনও কেহ ঐরূপ করিলে তাহার নামায নষ্ট হইবে না।

অন্যান্য ইমামগণ ঐ একমাত্র ৪৩২ নং হাদীছের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, উক্ত হাদীছে বর্ণিত দুই স্থানে হাত উঠানও সুন্নতরূপে প্রচলিত আছে ও থাকিবে। তবে তাঁহারাও বলেন যে, কেহ এইরূপ না করিলে তাহার নামায নষ্ট হইবে না। সুতরাং এই সামান্য বিষয় লইয়া বিবাদ-বিদ্বেষ সৃষ্টি করা অজ্ঞানের পরিচায়ক হইবে।

নামাযে দাঁড়ান অবস্থায় ডান হাত বাম হাতের উপর রাখিবে

৪৩৫। **হাদীছ ঃ**—সাহ্‌ল ইবনে সায়া'দ (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে এই আদেশ বর্ণনা করিয়াছেন যে, নামাযের মধ্যে (দাঁড়ান অবস্থায়) লোকেরা ডান হাত বাম হাতের উপর রাখিবে।

নামাযে আল্লার প্রতি ধ্যান ও একাগ্রতা বজায় রাখা কর্তব্য

৪৩৬। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তোমরা কি ধারণা করিয়া থাক যে, আমার দৃষ্টি একমাত্র কেবলার দিকে; (আমি পেছন দিকের খবর রাখি না?) আমি শপথ করিয়া বলিতেছি—তোমরা কিরূপ রুকু কর, আল্লার প্রতি কতটুকু ধ্যান ও মগ্নতা রাখ তাহা সবই আমি ভাত থাকি। আমি আমার পেছনেও দেখিতে পাই। তোমরা রুকু সেজদা ভালরূপে আদায় করিও। (২৭১ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।)

নামায আরম্ভ করিতে তকবীর বলার পর কি পড়িবে?

৪৩৭। হাদীছ:—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তকবীরে-তাহরীমা ও কেরাত আরম্ভ করার মধ্যে অল্প সময় চুপে চুপে কিছু পড়িতেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! আমার মাতাপিতা আপনার চরণে উৎসর্গ! আপনি চুপ থাকাবস্থায় কি পড়েন? তিনি বলিলেন, এই দোয়া পড়িয়া থাকি—

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ - *

অর্থ:—হে খোদা! আমাকে সর্বপ্রকার পাপ ও কুকর্ম হইতে এত অধিক দূরে রাখ যেরূপ দুরত্ব সূর্য্য উদয় ও অস্তের স্থানদ্বয়ের মধ্যে আছে। (অর্থাৎ আমাকে পাপ ও গোনাহ হইতে বাঁচাইয়া রাখ। আর যদি আমারই ত্রুটির দরুন কোন পাপ আমার দ্বারা সংগঠিত হইয়া যায়, তবে) হে খোদা! (আমার গোনাহসমূহকে মাফ করিয়া) আমাকে এরূপ পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ করিয়া দাও যেমন সাদা কাপড়ের ময়লা দুর করিয়া পরিস্কার করা হয়। (যাবৎ একটুকুও ময়লা বা দাগ থাকে উহার ধৌত কার্য্য ক্ষান্ত হয় না।) হে খোদা! আমার গোনাহসমূহকে ঠাণ্ডা পানি, বরফের পানি ও শিলের পানি দ্বারা ধৌত করিয়া দাও।

প্রশ্ন—ধৌত কার্য্যের জন্য ত গরম পানি শ্রেয়; ঠাণ্ডা ও বরফের পানি নয়।

উত্তর—লক্ষ্য করুন। আপনি একটি আমের আঁটি মাটিতে পুঁতিয়া রাখিলে কিছুদিন পর ঐ আমের আঁটিই আপনার সম্মুখে মাটির উপর আম গাছ রূপে আত্মপ্রকাশ করিবে। তেমনিভাবে ইহজগতে আমরা যে পাপ কার্য্য ও গোনাহ করিতেছি, পরকালে এ সমস্ত পাপ ও গোনাহসমূহই দোযখের আগুনরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে। তাই গোনাহের পরিণতি ও আকৃতি হইল আগুন; আগুনকে সমূলে নির্বাপিত করিতে বরফ ও শিলার পানির ন্যায় ঠাণ্ডা পানিই শ্রেয়। অতএব গোনাহ ধৌতের ক্ষেত্রে শিলা ও বরফের পানির উল্লেখ সামঞ্জস্যপূর্ণই বটে।

---

* এখানে অন্যান্য দোয়াও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে; একাকী নামায পড়াকালে বিভিন্ন দোয়া পড়া চাই, অবশ্য জমাতের নামাযে যেহেতু দীর্ঘতা অবলম্বন না করা উত্তম, তাই জমাতের সময় এস্থানে হানাফীগণ "ছানা" অবলম্বন করেন যাহা তিরমিজী শরীফের হাদীছে বর্ণিত আছে।

৪৩৮। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) নামাযের মধ্যে আল্‌হামদু লিল্লাহে রাব্বিল আ'লামীন হইতে কেরাত পড়া আরম্ভ করিতেন।

ব্যাখ্যা ঃ— কেরাত অর্থ সশব্দে পড়া। নামাযের মধ্যে "আলহামদু" হইতে সশব্দে পড়া আরম্ভ হয়। এর পূর্বে ছানা, তাআউজ, বিছমিল্লাহ নিঃশব্দে পড়া হইয়া থাকে। উপরোক্ত হাদীছের তাৎপর্য্য এই যে, আল্‌হামদু পূর্বে বিছমিল্লাহ ইত্যাদি সশব্দে পড়িতেন না। কিন্তু বিছমিল্লাহ ইত্যাদি চুপে চুপে পড়িতে হইবে তাহা অন্যান্য হাদীছে উল্লেখ আছে।

নামাযের মধ্যে উপরের দিকে তাকান জায়েয নহে

৪৩৯। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা ভীষণ রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, যাহারা নামাযের মধ্যে উপরের দিকে তাকায়, তাহারা অনর্থক এরূপ কেন করে? নবী (দঃ) আরও বলিলেন, তাহারা যদি তাহাদের এই অভ্যাস হইতে বিরত না থাকে, তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে অন্ধ করিয়া দিতে পারেন।

নামাযের মধ্যে এদিক-ওদিক দেখা জায়েয নহে

৪৪০। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে নামাযের মধ্যে এদিক-ওদিক দেখার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহার দ্বারা শয়তান মানুষের নামায হইতে ছোঁ মারিয়া কিছু অংশ লইয়া যায় (অর্থাৎ নামাযকে পঙ্গু করে)।

মছআলাহ ঃ—ইমাম বোখারী (রঃ) বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, মোক্তাদী তাহার ইমামের প্রতি তাকাইলে নামায নষ্ট হয় না (১০৩)।

মছআলাহ ঃ— নামাযের মধ্যে কোন বিশেষ কারণ উপস্থিত হইলে শুধুমাত্র কোণ-চোখে উহার দিকে লক্ষ্য করা বা নামাযান্তে কর্তব্য বিষয়ক সম্মুখস্ত কোন বস্তুর প্রতি শুধু চোখের দৃষ্টিতে তাকান—যেমন, মসজিদের দেওয়ালে থুথু ইত্যাদি থাকিলে নামাযান্তে উহা পরিষ্কার করিতে হইবে, তাই উহার প্রতি তাকান জায়েয আছে।

(১০৪ পৃঃ ২৬৬, ৪১০ হাঃ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—ইমাম বোখারী (রঃ) এই পরিচ্ছেদে ২৪৮ নং হাদীছ উল্লেখ করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, দূরের কোন বস্তু নয়, স্বয়ং নামাযী ব্যক্তির শরীরের কোন কিছুর প্রতি লক্ষ্য করা যাহাতে নামাযের একাগ্রতার ত্রুটি আসে তাহাও বিশেষভাবে বর্জনীয়।

নামাযে প্রত্যেক ব্যক্তির উপরই কেরাত পড়া ওয়াজেব

৪৪১। **হাদীছ ঃ**— ওবাদাহ ইবনে ছামেৎ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে আলহামদু ছুরা না পড়িবে তাহার নামায হইবে না।